প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪০ ❖ ১০ - ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

জীবনের সত্য

আমি সাধ্বী হতে চাই

একজন সাধু ব্যক্তির কথা

বাইবেলপ্রেমী আদর্শ যাজক

অসারের অসার সকলই অসার

মমতাময়ী মায়ের ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী

'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই।'

প্রয়াত যোসফিন কোড়াইয়া
জন্ম : ৮ মে, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৯ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (বৃহস্পতিবার)
রাঙ্গামাটিয়া পূর্ব পাড়া, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

আমাদের স্নেহময়ী মা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গ লাভ করতে চলে গেল, তা-ও আজ ছয়টি বছর পূর্ণ হয়ে গেল। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে আমরা যদিও তোমাকে হারিয়েছি মা, তবুও তুমি রয়েছ আমাদের হৃদয় জুড়ে। আর সেখানেই থাকবে সব সময়; কখনও হারিয়ে যাবে না। মা, বাবার মৃত্যুর পর তোমার কষ্টগাঁথা কর্মময় জীবনের দ্বারা জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে, একজন রত্নগর্ভা মা হয়ে, আমাদের মানুষ করে মানুষের সেবায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছ। আজ তোমার ষষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকীতে আমরা পরিবারের সকলেই শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি তোমায়। তোমার রেখে যাওয়া সকল আদর্শ, আদেশ-নির্দেশ ও স্মৃতি আমাদের জীবন চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বাস করি, তুমি আছো আনন্দলোকে পরম পিতার সান্নিধ্যে। প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো মা, তোমার জীবনাদর্শে আমরা যেন জীবনের বাকীটা পথ চলতে পারি এবং তোমার নাতী-নাতনীদের সুপথে পরিচালিত করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

ফাদার প্রশান্ত থিওটনিয়াস, সুশান্ত টমাস-বিউটি, ডেনিস আলবার্ট-হীরা, ফাদার লেনার্ড কর্ণেলিয়াস, জুয়েল প্রনয়-লিজা ও ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সিস্টার হেলেন এসএসএমআই, আন্না সুমতি-ইগ্নেসিয়াস, সিস্টার স্মৃতি তেরেজা সিআইসি ও সিস্টার বাসনা রিবেরু সিএসসি

নাতি-নাতনী, পুতি এবং আত্মীয়স্বজনেরা।

বিজ্ঞ/১৭৫/২৪

ইতালির তীর্থ ভ্রমণের প্রসেসিং চলছে

শুধুমাত্র ১০,০০০/- টাকা দিয়ে ফাইল ওপেন করে তীর্থ ভ্রমণের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করুন। ইতালির ভিসা প্রসেসিংয়ে A - Z সকল সাপোর্ট আমরা দিচ্ছি।
আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ আজই যোগাযোগ করুনঃ

+88 01827-945246
+88 01911-052103
+88 01718-885801

বিশ্বব্যাপী **Student Visa** প্রসেসিং - এর পাশাপাশি USA & Japan-এ ভিসা প্রসেসিং এর বিশেষ সুযোগ আমাদের হাতে এসেছে। আপনি পরিবার সমেত যেতে পারবেন।

আগ্রহী খ্রিস্টভক্তগণ আজই যোগাযোগ করুন।

হেড অফিস : বাড়ী # ১১, সড়ক # ২/ই, বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২
@globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

+88 01827-945246
+88 01911-052103
+88 01718-885801
www.globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/১৭৬/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিস পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ৪০
১০ নভেম্বর, - ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
২৫ কার্তিক - ০১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

স্বর্গযাত্রা

আমরা মানুষেরা বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রতিদিনই কোন না কোন কিংবা বিভিন্ন স্থানে যাত্রা করি। যাত্রা শুরুর স্থান যেমনি আছে তেমনি গন্তব্য স্থানও আছে। সেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছাবার বিভিন্ন মাধ্যমও আছে। মাধ্যমের ও স্থানের ভিন্নতার কারণে গন্তব্যে পৌঁছতে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সময় নেয়। সময়ের তারতম্য যাই হোক না কেন, মানুষ গন্তব্যে পৌঁছতে চায়। এমনিভাবে মানুষ তার চলমানতা প্রকাশ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনটাই একটি যাত্রা। অনন্তের দিকে যাত্রা। অনন্তে মিলিত হবার আগে কিছু সময় আমরা সকলে এই সুন্দর দিগন্তে পথ চলি ও অনন্তের জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করি। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে সেই অনন্তের ধারণা আরও স্পষ্ট। শিশুকালে ধর্ম ক্লাশে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন এ জগতে তাঁকে জানতে, মানতে ও ভালবাসতে এবং মৃত্যুর পরে তাঁর সঙ্গে অনন্তসুখে বসবাস করতে।

স্বাভাবিকভাবে জন্মের মধ্যদিয়ে এ জগতে আমাদের যাত্রা শুরু হয় এবং মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে জগতের সমস্ত কিছু সমাপ্ত হলেও অনন্তের যাত্রা অব্যাহত থাকে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের যাত্রা অনন্তের বা স্বর্গের দিকে। মৃত্যুর হিমশীতল পথ পাড়ি দিয়েই একজন ব্যক্তিকে স্বর্গের নাগরিক হতে হয়। তাই অনন্তের পথে মৃত্যু একটি পর্যায়। জগত জীবন ও অনন্ত জীবনের সন্ধিক্ষণ।

নভেম্বর মাসে মণ্ডলী আমাদেরকে বিশেষ সুযোগ দান করে মৃত্যুকে নিয়ে ধ্যান করতে ও মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবনের জন্য নিজেকে যোগ্য করতে। এই মাসে আমরা খ্রিস্টানগণ আমাদের পরলোকগত প্রিয়জনদের বিশেষভাবে স্মরণ করি এবং তাদের আত্মার মুক্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করি। যেন তারা পরম পিতার দয়া ও ক্ষমা পেয়ে তাঁর সান্নিধ্যে স্বর্গে অনন্ত সুখে থাকতে পারে। এর মধ্য দিয়ে আমরা স্বীকার করি মৃত্যু আমাদের ধ্বংস করে দেয় না। বরং সুযোগ দান করে নিজের জীবন সম্বন্ধে আরো সচেতন হতে। জন্মের মতো মৃত্যুও জীবন বাস্তবতা। জন্মের মধ্যদিয়ে মানুষ জগতের ক্ষয়িষ্ণু জীবনে প্রবেশ করে আর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করে। তাই মৃত্যু যখন অবধারিত তখন মৃত্যু নিয়ে ভীত-শংকিত না হয়ে ভাবতে হবে, জীবনকে কিভাবে সুন্দর ও কল্যাণকামী করা যায়। কেননা এই জগত আমাদের চিরস্থায়ী আবাস নয়, আমাদের আসল আবাস স্বর্গলোকে।

মৃত্যু নিয়ে নিয়মিত চিন্তা আমাদেরকে আরও জীবনমুখি করে তোলে ও জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করে। আমরা সারাজীবন জগতে থাকবো না ঠিকই কিন্তু আমাদের কর্ম ও সুন্দর-পবিত্র জীবনাদর্শ যুগ যুগ বেঁচে থাকবে। তাই মৃত্যু সচেতন ব্যক্তি জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে জীবন-যাপন করে। প্রিয়জন ও পরিজনদের নিয়ে তার থাকে সুদূরপ্রসারী চিন্তা-চেতনা এবং তা বাস্তবায়িত করার বিভিন্ন কর্ম-কৌশল। অন্যদিকে একজন মানুষের মাঝে যখন মৃত্যু ভয় থাকে না তখন সে তার জীবন নিয়ে যেকোন রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মৃত্যু ভাবনা জীবনকে ভালবাসতে ও সচেতন হতে সহায়তা করে। জীবনকে তো আমরা সবাই ভালোবাসি। কিন্তু এই জীবন যে আর চিরকালের নয়, হৃদয়ের ভেতর থেকে এই বোধ যখন মানুষের মাঝে তৈরি হয় তখন সে জীবনের মূল্য বুঝতে পারে। সচেতন হয় জীবনের স্বল্প সময়টুকু যথার্থ ব্যবহারে। অস্থায়ী এই জগতে আমাদের স্বল্পকালীন অবস্থানের যথার্থ ও কল্যাণমুখী ব্যবহারই হয়ে ওঠবে অনন্তের বা স্বর্গের পাথেয়। স্বর্গের রসদ আমাকে-আপনাকে এই জগতেই সঞ্চয় করতে হবে।

এ জগতে অবস্থানের এক মিনিটের ভরসা না থাকলেও এখানে থাকতে এবং নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিতে আমরা ঠিক বেঠিক কত পন্থাই না অবলম্বন করি। নিজেদের স্বার্থে আমরা কত অন্যায় কাজই না করি! কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে - মৃত্যু আমার আসবেই আসবে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জগতের সকল দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ সাঙ্গ হবে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের খেলা সাঙ্গ করে অনন্ত যাত্রা শুরু হয়। তাই প্রতিদিন একবার করে যদি আমরা মৃত্যুর কথা ভাবি তাহলে আমরা অনেক মিথ্যা অহংকার, রেষারেষি, বিবাদ, দলাদলি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার ইচ্ছা পোষণ করবো। মৃত্যুর পথ পাড়ি দিয়েই আমরা স্বর্গে যাব। স্বর্গে যাবার যাত্রা শুরু হোক আজকে থেকেই। †

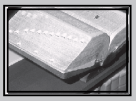

"আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাদের সকলের চেয়ে এই গরিব বিধবাই বেশি দিল; কেননা অন্য সকলে নিজ নিজ বাড়তি ধন থেকে কিছু কিছু দিয়েছে, কিন্তু সে নিজের চরম দরিদ্রতায় তার যা কিছু ছিল, তার জীবন সর্বস্বই দিয়ে দিল।" (মার্ক ১২ : ৪৩ - ৪৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

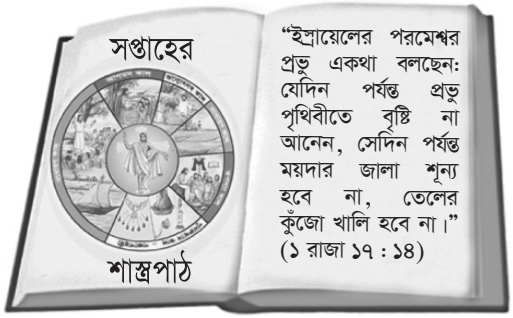

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
১০ নভেম্বর - ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১০ নভেম্বর, রবিবার
১ রাজা ১৭: ১০-১৬, সাম ১৪৬: ৭-১০, হিব্রু ৯: ২৪-২৮, মার্ক ১২: ৩৮-৪৪

১১ নভেম্বর, সোমবার
সাধু মার্টিন, বিশপ, *স্মরণদিবস*
রোমীয় ১৬: ৩-৯, ১৬, ২২-২৭, সাম ১৪৫: ২-৫, ১০-১১, লুক ১৬: ৯-১৫

১২ নভেম্বর, মঙ্গলবার
সাধু যোসেফাত, বিশপ ও সাক্ষ্যমর, *স্মরণদিবস*
তীত ২: ১-৮, ১১-১৪, সাম ৩৭: ৩-৪, ২৩, ২৭, ২৯, লুক ১৭: ৭-১০

১৩ নভেম্বর, বুধবার
তীত ৩: ১-৭, সাম ২৩: ১-৬, লুক ১৭: ১১-১৯

১৪ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
ফিলে ৭-২০, সাম ১৪৬: ৭-১০, লুক ১৭: ২০-২৫

১৫ নভেম্বর, শুক্রবার
মহাপ্রাণ সাধু আলবার্ট, বিশপ ও আচার্য
২ যোহন ৪-৯, সাম ১১৯: ১-২, ১০-১১, ১৭-১৮, লুক ১৭: ২৬-৩৭

১৬ নভেম্বর, শনিবার
স্কটল্যাণ্ডের সাধ্বী মার্গারেট, *সন্ন্যাসব্রতী*
সাধ্বী গ্রেট্রুড, কুমারী
ধন্যা কুমারী মারীয়ার *স্মরণে খ্রীষ্টযাগ*
৩ যোহন ৫-৮, সাম ১১২: ১-৬, লুক ১৮: ১-৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১০ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৮৭ ফা. আন্তনিও আল্‌বের্তন্‌, এসএক্স (খুলনা)

১১ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯৫৭ ফা. লিও গোগিন, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮০ সি. এম. বনিফাস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৮ সি. আগ্নেস মিনজ্‌, সিআইসি (দিনাজপুর)

১২ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৬৩ ফা. আলফন্স মেতিভিয়ার, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৩ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯২৮ ফা. লুইজি ব্রামবিল্লা, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৩৮ ব্রা. জন হাইম, সিএসসি
+ ১৯৭১ ফা. উইলিয়াম ইভান্স, সিএসসি (ঢাকা)

১৪ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৮ ফা. চার্লস জে. ইয়ং, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৯ সি. জুসেপিনা ডি'সূজা, এসসি (দিনাজঃ)

১৫ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৯১ ফা. মারিও আলভিজিনি, পিমে (দিনাজপুর)

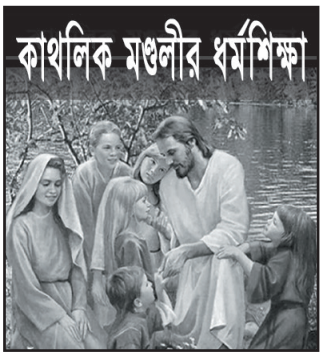

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৮৫৩ প্রতিটি মানবিক ক্রিয়া যেমন তাদের লক্ষ্য অনুসারে পৃথক করা হয়, পাপও ঠিক তেমনিভাবে পৃথক করে দেখা যায়; অথবা মাত্রাধিক্য বা অপূর্ণতা দ্বারা পাপ যে-ভাবে সদগুণের বিরোধিতা করে সেই অনুসারে, অথবা পাপ যে আজ্ঞাটি লঙ্ঘন করে তার দ্বারাও পাপকে একে অন্য থেকে পৃথক ক'রে দেখা যায়। এছাড়াও পাপগুলো ঈশ্বরের, বা প্রতিবেশীর বা নিজের বিরুদ্ধে - এই বিবেচনা করেও পাপের প্রকারভেদ করা যায়। সেগুলো আবার আত্মিক ও দৈহিক, অথবা চিন্তা, বাক্য, কার্য বা অবহেলার পাপরূপেও বিভক্ত করা যায়। প্রভু যীশুর শিক্ষানুসারে পাপের উৎসমূল মানুষের অন্তর, তার স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যেই নিহিত: "হৃদয় থেকেই দুরভিসন্ধি, নরহত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, চুরি, মিথ্যাসাক্ষ্য, পরনিন্দা বেরিয়ে আসে; এগুলোই মানুষকে কলুষিত করে।" কিন্তু যে অন্তর পাপ দ্বারা বিক্ষত সেই অন্তরেই আবার ভালবাসা অবস্থান করে, সেই অন্তরই আবার সকল মঙ্গল ও পুণ্য কাজের উৎস।

॥ ঘ ॥ পাপের গুরুত্ব: মারাত্মক পাপ ও লঘু পাপ

১৮৫৪ পাপসমূহের মূল্যায়ন যথার্থভাবে করা হয় তাদের গুরুত্ব বিবেচনা করার মাধ্যমে। মারাত্মক পাপ ও লঘু পাপ, এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য পবিত্র শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে বিধায়, মণ্ডলীর ঐতিহ্যেও স্থান পেয়েছে। আবার একই সঙ্গে এ পার্থক্য মানুষের অভিজ্ঞতার দ্বারাও সমর্থিত।

১৮৫৫ ঈশ্বরের বিধান গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করার মধ্য দিয়ে মারাত্মক পাপ মানুষের অন্তরের ভালবাসা ধ্বংস করে। মানুষ এই পাপের ফলে, নিম্নতর মঙ্গলের প্রতি আসক্ত হ'য়ে তার পরমলক্ষ্য ও পরমসুখ ঈশ্বর থেকে দূরত্ব নেয়।

লঘু পাপ মানুষের অন্তরের ভালবাসাকে অবমাননা ও বিক্ষত করলেও ভালবাসার অস্তিত্ব বিদ্যমান রাখে।

১৮৫৬ মারাত্মক পাপ, আমাদের অন্তরের প্রাণদায়ী উপাদান, অর্থাৎ ভালবাসাকে আক্রমণ করে বলে, ঈশ্বরের দয়ার নতুন উদ্যোগ ও আমাদের মনের পরিবর্তন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে, যা সাধারণতঃ পুনর্মিলন সংস্কার ব্যবস্থার দ্বারা সাধিত হয়:

ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতিগতভাবে, যখন আমাদের পরমলক্ষ্যের উদ্দেশে নির্দেশিত ভালবাসার বিপরীত কোন কিছুর প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন পাপ এ লক্ষ্যের কারণে, মারাত্মক পাপ বলে আখ্যায়িত হয়...., তা ঈশ্বরের ভালবাসার বিরোধিতাই করুক, যেমন ঈশ্বর-নিন্দা বা মিথ্যা-শপথ, অথবা প্রতিবেশীর ভালবাসার বিরোধিতাই করুক, যেমন নরহত্যা বা ব্যভিচার...। কিন্তু পাপীর ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতিগতভাবে যখন কোন অ-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, অথচ ঈশ্বরের ভালবাসা ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার বিরুদ্ধাচরণ করে না, তখন সেই পাপকে লঘু পাপ বলা হয়, যেমন চিন্তাশূন্য আজেবাজে কথা, অতিরিক্ত হাসিঠাট্টা, ইত্যাদি।

১৮৫৭ কোন পাপ মারাত্মক পাপ বলে বিবেচিত হবে যদি তাতে তিনটি শর্ত একইসঙ্গে পূরণ হয়: "মারাত্মক পাপ হল সেই পাপ যে ক্রিয়ার লক্ষ্য হবে গুরুতর বিষয়ক এবং যা সম্পাদন করা হয় পূর্ণ জ্ঞান ও স্বাধীন সম্মতি দ্বারা।"

ফাদার নিউটন ওবার্টসন সরকার সিএসসি

সাধারণকালের ৩২তম রবিবার

প্রথম পাঠ : ১ রাজাবলি ১৭: ১০-১৬ পদ
দ্বিতীয় পাঠ : হিব্রু ৯: ২৪-২৮ পদ
মঙ্গলসমাচার : মার্ক ১২: ৩৮-৪৪ পদ

একবার কোলকাতার সাধ্বী তেরেজার কাছে একজন ভিক্ষুক এসে বলল, "সবাই আপনাকে কিছু না কিছু দিয়ে সাহায্য করে, আমিও আপনাকে কিছু দিতে চাই।" ভিক্ষুকটি মাদার তেরেজাকে দশ পয়সার একটা মুদ্রা দিতে চাইল। মাদার তেরেজা মনে মনে ভাবতে লাগলেন: 'আমি যদি এই মুদ্রাটি নেই, তবে তাকে হয়তো ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকতে হবে, কিন্তু যদি না নেই, তবে সে কষ্ট নিয়েই চলে যাবে।' তিনি মুদ্রাটি রাখলেন। পরে তিনি এক সহভাগিতায় বলেছিলেন, "আমি সেদিন একান্ত ভাবেই উপলব্ধি করলাম, এই সামান্য দশ পয়সার মুদ্রাটি আমাকে নোবেল পুরস্কারের চেয়ে বেশি আনন্দ দিয়েছিল, আমার কাছে মনে হয়েছে তা নোবেল পুরস্কারের থেকেও মহৎ ছিল। কেননা তার যা কিছু সম্বল ছিল তাই সে দিয়ে দিল। আমি তার চেহারায় দান করার আনন্দ স্পষ্ট ভাবেই লক্ষ্য করেছিলাম।"

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাশীল ও স্নেহাস্পদ প্রিয়জনেরা, আজকের পাঠে আমরা লক্ষ্য করি, শেষ সম্বলটুকু দান করার দৃষ্টান্ত। প্রথম পাঠে বিধবার শেষ সম্বলটুকু দিয়ে প্রবক্তা এলিয়ের আতিথ্য প্রদান, দ্বিতীয় পাঠে খ্রিস্ট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রিক্ত করে মানুষের পাপের জন্য বলিরূপে উৎসর্গ করলেন এবং মঙ্গলসমাচারে বিধবার শত অভাব থাকা সত্ত্বেও তার শেষ সম্বলটুকু মন্দিরে দান করলেন।

আজকের প্রথম পাঠে আমরা দেখতে পাই সারেফ্‌তা শহরের বিধবার ঈশ্বর বিশ্বাস ও আতিথেয়তা। যিনি প্রবক্তা এলিয়ের সেবার জন্য তার নিজের ও ছেলের জন্য যে শেষ সম্বলটুকু খাবার ছিল তাও দিয়ে দিলেন। প্রবক্তা এলিয় বিধবার কাছে এমন সময় আবির্ভূত হলেন যখন চারিদিকে দুর্ভিক্ষ চলছে। একটা জালার মধ্যে এক মুঠো ময়দা এবং ভাঁড়ের মধ্যে খানিকটা তেল ছাড়া আর কিছুই নেই। হয়তো এটাই হবে তাদের মা-ছেলের শেষ বারের মত খাবার গ্রহণ। কারণ তখনকার সময়ে বিধবাদের জীবন ছিল যথেষ্ট কঠিন। সংসারে উপার্জন ও ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপরই বর্তায়। তৎকালীন সময়ে বিধবার জন্য এই কাজটি করা ছিল যথেষ্ট কঠিন। এই পাঠে আমাদের জন্য লক্ষ্যণীয় দিকটি হল ঈশ্বরের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। নিজের ও ছেলের জন্য শেষ সম্বলটুকু সে প্রবক্তা এলিয়কে প্রদান করল। বিধবার ঈশ্বর বিশ্বাস, দয়া ও উপকারে প্রীত হয়ে ঈশ্বর তাকে ও তার পরিবারকে খাদ্যের প্রাচুর্য দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন।

দ্বিতীয় পাঠে মহাযাজক খ্রিস্ট সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্য নিজেকেই যজ্ঞবলি রূপে উৎসর্গ করলেন, একবার এবং চিরকালেরই মত। স্বয়ং ঈশ্বর হয়েও তিনি স্বর্গ থেকে আমাদের ধুলার পৃথিবীতে আগমন করলেন এবং নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করলেন। 'আকারে প্রকারে তিনি মানুষ হলেন', কষ্টভোগ করে মানব জাতির পাপ মোচনার্থে মৃত্যুবরণ করলেন। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে, দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি হিসেবে আমাদেরকেও প্রতিনিয়ত খ্রিস্টকে আমাদের অন্তরে ধারণ করতে হবে এবং অন্যের কাছে নিয়ে যেতে হবে। নিজের ইচ্ছা নয় বরং ঈশ্বর আমাদের কাছে কী চান, কী করলে আমরা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে পারি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

আজকের মঙ্গলসমাচারের দু'টি ভাগ রয়েছে: প্রথম ভাগে যিশু শাস্ত্রীদের ধর্মীয় লোকাচারের জন্য তাদের বিদ্রুপ করছেন এবং দ্বিতীয় ভাগে বিধবার সামান্য দানকে তিনি সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। শাস্ত্রীরা নিজেদেরকে উপরে তুলে ধরার জন্য নিয়ম করেন, সর্বদা এবং সব জায়গায় সম্মান পেতে চান। একদিকে তারা বিধবাদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করেন আবার লম্বা লম্বা প্রার্থনাও করেন। অর্থাৎ তারা এমন ধরণের ধর্মীয় রীতি-নীতির প্রবর্তন করেন, যারা দরিদ্র তাদের জন্য তা পালন করা সত্যিই কঠিন বিশেষ করে আজকের এই বিধবার মত যারা।

মন্দিরের কোষাগারের বাক্সে ধনী লোকেরা এসে বেশ কিছু টাকা পয়সা দিয়ে গেল। তারা কিন্তু দান হিসেবে তাদের বাড়তি সম্পদের অংশ দিয়ে গেল। এই অতিরিক্ত বা বাড়তি সম্পদ না থাকলে তাদের কোন ক্ষতিও হবে না আবার কষ্টও হবে না। একজন বিধবা আসলেন এবং দান করলেন দু'টি মুদ্রা যার দাম হবে দু'চার পয়সার মত। যিশু বিষয়টি লক্ষ্য করে বললেন, ধনী লোকেরা নয় বরং এই বিধবাই সবচেয়ে বেশি দিয়েছে। যিশু এই বিধবার দানকে সবচেয়ে বড় করে দেখলেন, কারণ বিধবা তার যা কিছু ছিল সবই দিয়ে গেলেন। তার এই ক্ষুদ্র দানে রয়েছে তার অনেক বড় স্বার্থত্যাগ ও ধর্মীয় বিধান পালনের একনিষ্ঠ মনোভাব। যিশু বিধবাকে ঈশ্বর ভক্তির এক মূর্তিমান আদর্শ বলেই সবার সামনে তুলে ধরলেন। দরিদ্র বিধবা পার্থিব সম্পদের চেয়ে ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখেছে।

যিশু গরীব বিধবার ঈশ্বর ভক্তি ও নিষ্ঠার জন্য তার প্রশংসা করলেন। যিশু প্রতীয়মান করে তুললেন শাস্ত্রীদের ভণ্ডামী এবং গরীব বিধবার প্রকৃত ধর্মময়তা। আমাদের এই জগৎ সংসার বাইরের বিষয়ই বেশি লক্ষ্য করে, বাহ্যিক গুণ বিচার করে, কিন্তু ঈশ্বর লক্ষ্য করেন সৎ ইচ্ছা ও কাজ এবং অন্তরের বিশুদ্ধতা। অভাব থেকে দান করার যে মূল্য রয়েছে, অতিরিক্ত সম্পদ থেকে দান করার মধ্যে সে মূল্য নেই। অভাবের মধ্য থেকে দান করার মধ্যদিয়ে আমরা নিজেকেই দান করি।

আমাদের সমাজে দান করার বিষয়টি লক্ষ্যণীয়: কেউ ঈশ্বরকে দান করেন, মণ্ডলীকে দান করেন, গরীব অসহায় মানুষকে দান করেন ইত্যাদি। কিন্তু দান করার মূলে আমার মনোভাব কি, সেই বিষয়টি আজ আমাদের ধ্যানের বিষয়। অনেকে দান করেন নিজের নাম বা সুনামের জন্য, কেউ বা দান করেন যেন তার নাম বড় করে পত্রিকা, ম্যাগাজিন বা পোস্টারে লেখা হয় বা পাথরে খোদাই করা হয়, আবার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যও অনেকে দান করেন।

ভারতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্দুল কালাম বলেছেন, "When God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving." বর্তমান সময়ে আজকের বাণীপাঠের আলোকে আক্ষরিক ভাবে আমাদের শেষ সম্বলটুকু দেওয়ার প্রয়োজন হয়তোবা নেই। প্রয়োজন শুধু মানুষের কল্যাণে এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট জিনিসটি দান করা। দানের ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্যণীয় দিকটি হলো কী মনোভাব নিয়ে আমি দান করছি? আমাদের সুন্দর ও কল্যাণকর চিন্তা, ব্যবহার এবং কাজ অন্যের জীবনে সুফল বয়ে আনতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরকে দান করার মতো আমাদের কোন সম্পদই নেই, সবই তাঁরই দেওয়া উপহার। তারপরেও আজ আমরা চিন্তা করতে পারি, একজন বাবা হিসেবে, মা হিসেবে, সন্তান হিসেবে এবং বিভিন্ন কর্মজীবী-পেশাদার মানুষ হিসেবে আমি যা কিছু মানুষের এবং ঈশ্বরের সেবার তরে দান করছি, তার মধ্যে যেন আমার নিবেদন থাকে, নিজেকেই যেন আমি দান করতে পারি। তাহলেই আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এবং সমস্ত সৃষ্টির কাছে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠবো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "উদারচরিতানাম্" কবিতায় বলেন,

"প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন,
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধীক্ ধীক্ করে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তারে, ভালো আছো ভাই।"

আজকের মঙ্গলবাণীর বিধবার সাথে আমরাও প্রাচীরের ছিদ্রে নামহীন এক ফুলের মত সুবাস ছড়াতে পারি। বিধবার দান যেমন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সর্বোৎকৃষ্ট হয়ে উঠেছে, আমাদের ক্ষুদ্র কাজ আর দানও ঈশ্বরের কাছে মহৎ হয়ে উঠবে এবং তিনি আমাদের শত আশীষদানে ধন্য করবেন। তাই এজন্য আমরা নিজেদের ও পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করি যেন আমরা নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও নিজেকে নিবেদনের মধ্যদিয়ে অন্যের কল্যাণ কামনা করতে পারি। মঙ্গলময় পিতা আজকের এই দিনে আমাদের আশীর্বাদ করুন॥

পূর্বতা প্রকাশ: ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

জীবনের সত্য

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

সংসারের মায়া বড় কুহকিনী! ছাড়ি ছাড়ি ক'রেও ছাড়া যায় না। সংসার জিনিসটাও ছাই বড্ড নাছোড়বান্দা! অনেকেই বলেন, 'কী দরকার মায়া বাড়িয়ে? একদিন তো সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে চলেই যেতে হবে।' হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। কিন্তু মন যে মানে না! কোন কিছুতেই সে সায় দেয় না। দেখিনা আরও কিছুটা দিন, বেঁচে বর্তে থাকা যায় কি না। আমার বলতে এ জগতে যা কিছুই আছে, তার গণ্ডি আরও কিছুটা বাড়াতে পারি কি না। আমি তো থাকবোই না। কথা সত্যি হলেও একেবারে কপর্দকহীন চ'লে যাবো, তাও নিরেট অকাট্য হলেও উত্তরসূরি যারা থাকবে বংশপরম্পরায়, তারা তো অন্ততঃ ভোগদখল করে যেতে পারবে। সবকিছু যদি 'আমার নয়' ব'লে ত্যাগই করি, তবে চলবে কেন? তাহলে তো জগত সংসার ব'লে এ পৃথিবীতে আর কিছুই থাকতো না। থাকবেও না।

মানুষ বড়ই আজব জীব! মানুষের এক দল বলে, 'এ জগতে সবই অসার। দু'দিনের এ প্রবাসে এক রকম বেড়াতে এবং সওদা করতে এসেছি। জগতের সংসার-আঙ্গিনায় ঘুরে বেড়িয়ে; কর্মের বিপরীতে পাপ-পুণ্য সওদা করতে করতে সময় হলেই চ'লে যেতে হবে। টুপ ক'রে চ'লেই যাবো।' বাস্তবিক, মানুষ সকলেই গেছে। নিয়ত সকলেই যাচ্ছে। ভবিষ্যতে সকলেই যাবে। অপ্রিয় হ'লেও, এ নির্ঘাত সত্য কথা!

আবার আরেক দল মানুষ আছে, যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, শ্বাস-প্রশ্বাস যতক্ষণ চলে, সবই 'আমার আমার' ব'লে চিৎকার করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, 'যত পারি ভোগদখল ক'রেই যাবো। জীবন তো মাত্র একবারই আসে। এমন তো নয় যে, একবার ম'রে গিয়ে আবার ফিরতি জীবনে বাকিটুকু ভোগ ক'রে যাবো।'

তো এ ভাবেই চলছে জগৎ-সংসার। তদুপরি এটাই স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, কোন মানুষই দেহগতভাবে অমর বা চিরজীবী নয়। জগতে কত ধনাঢ্য, কত ক্ষমতাবান, কত বড় চিকিৎসক, আরও কত বৈজ্ঞানিক, জ্ঞানী, গুণী ছিলেন, তাঁদের কেউ তো আর চিরদিন বেঁচে থাকছেন না।

অবশ্য এক সময়কার সভ্যতা প্রমাণ দেয় যে, দেহগতভাবে মানুষ ম'রে গিয়েও অন্ততঃ তাঁর শারীরিক অস্তিত্বকে একেবারে বিলীন হয়ে যেতে দিতে চায়নি। তাই তখনকার কিছু কৌশল ব্যবহার ক'রে 'মমি' আর 'পিরামিড'কে প্রচলন করলো দৈহিক-স্মারক হিসেবে টিকিয়ে রাখতে। হাজারো বছরের পুরনো সভ্যতার নিদর্শন এখনও সেই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেয়। তাজমহলের মত স্মারক-স্থাপনা, ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিদের বাঁধাইকৃত সমাধি-সৌধ, এবং এ সকলের গাঁয়ে রচিত এপিটাফ প্রয়াত প্রিয়জনদের স্মরণীয় ক'রে রাখার নিদর্শনের সাক্ষ্য দেয়।

তবুও সার কথা এই যে, সংসারের মায়া ছেড়ে সকলকে, আপনাকে, এমনকি আমাকেও চলে যেতে হবে। তা চলে তো যাবোই। বিষয়টা এমন, এই আছি। আবার এই নেই। এখন আছি জীবিত। কিছুক্ষণ বাদে নাও থাকতে পারি। আজ আছি। কাল নেই। এ বছর আছি। আগামি বছর আমার কী হবে জানি না। এটাই সত্য। গেল বছর এদিনে আমাদের আশেপাশে কত আত্মীয়স্বজন, পরিচিতজন ছিল। আর এ বছর তাদের অনেকেই নেই! এমনকি, আগামিকাল ঠিক এসময় আমরা মানুষ যে বেঁচেই থাকবো, তা কেউই হলফ করে বলতে পারি না।

মৃত্যু মানুষের জীবনে একান্ত চুপিসারেই হানা দেয়। বস্তুতঃ যেদিন মানুষ মায়ের গর্ভে জীবনসত্তা নিয়ে আগমন করে সেদিনই সে মৃত্যুর পরোয়ানা প্রাপ্ত হয়! তার একহাতে এ জগতে ভূমিষ্ঠ হবার ছাড়পত্র, আর অন্য হাতে এ জগত ছেড়ে চ'লে যাবার নিষ্ঠুর পরোয়ানা! এক রকম 'রিটার্ন টিকেট' হাতে নিয়েই আমাদের সকলের আগমন এ প্রবাসে। কেউ কি 'ওয়ান-ওয়ে' টিকেট নিয়ে; ফিরে না যাবার মনোবৃত্তি নিয়ে এখানে এসেছেন? এ জগতের 'ইমিগ্রেশন' ফাঁকি দিয়ে কি কেউ ফিরতি টিকেট ছাড়াই আসতে পেরেছেন? নির্দিষ্ট সময়ের 'ভিসা' ছাড়াই কি এ জগতের 'কাস্টমস'-এ ছাড়া পেয়েছেন? 'আমি জন্মসূত্রে চিরদিনের জন্য এ পৃথিবীর নাগরিকত্ব পেয়েছি' ব'লে অতি সহজেই 'গ্রীণ-সিগন্যাল' পার হয়ে এসেছেন? মানুষ ও জীবের পক্ষে কি তা সম্ভব? তো, আগত মানুষেরা যতক্ষণ এ জগতে বিচরণ করবেন; ততক্ষণই তাদেরকে হাতে 'এম্বারকেশন-কার্ড' নিয়ে চলতে হয়। কখন কোথায় সেই অনাকাঙ্ক্ষিত যমদূত, মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় তার কি ঠিক আছে? কেউই তা জানে না।

আবার অনেক মানুষ তড়িঘড়ি ক'রে এ পৃথিবী থেকে চ'লে যাওয়ার জন্য আত্ম-হননের পথ বেছে নেয়। কিন্তু কেন? বেঁচে থাকাই মানুষের যখন চূড়ান্ত ও আপ্রাণ প্রচেষ্টা, তখন কোন কোন মানুষ অকালে তাদের মৃত্যুর আগেই 'মৃত্যু'কে বরণ ক'রে নেয়। কী নির্মম! এ জগতে মানুষ তার অবলম্বন বলতে আর কোন কিছুর উপর যখন ভরসা বা নির্ভর করতে পারে না, সমূহ জগতটাকে তখন তার কাছে একান্তই অসহ্য, বিব্রতকর এবং দুর্বিষহ মনে হয়। যখন যাপিত-জীবনকে বড় কষ্টের বোঝা ব'লেই মনে হয়, তখনই প্রচণ্ড আবেগে তাড়িত হয়েই বুঝি, পরিশেষে সে এ পথটাকে বেছে নেয়। তখন তার কাছে কি বেঁচে থাকার বিষয়টাই একান্ত গৌণ ও নিরর্থক হয়ে যায়? বোধ করি, হয়তো তাই।

তারপরও অনেকে বলেন, "আত্মহত্যা করতে গিয়ে, মরতে মরতে মানুষ যখন শেষ ও চূড়ান্ত পরিণতিতে চ'লে যায়; তখন মৃত্যু তার জীবনে একপ্রকার নিশ্চিত এবং ধ্রুব-সত্য হয়ে দাঁড়ায়। তারপরেও শেষবারের মতো, অনেকের ভিতরে বাঁচার 'শেষ-আকাঙ্ক্ষা' জেগে ওঠে। তখন তারা কয়েক মুহূর্তের হলেও তাদের অনিবার্য মৃত্যুকে নয়, বরং জীবনকেই ফের আলিঙ্গন করতে চায়। ফিরে পেতে চায় তাদের জাগতিক মানবীয়-অস্তিত্বকে।"

আত্মহত্যা' প্রসঙ্গে ডঃ মরিস রলিংস তাঁর 'মৃত্যুর পরে ও আত্মার কথা' গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "আত্মহত্যার চেষ্টা বহু ব্যক্তি করে কিন্তু অনেকেই অকৃতকার্য হয়। যাহারা কৃতকার্য হয় তাহারা মনে করে সব শেষ হইল, কিন্তু তাহা নহে। বস্তুতপক্ষে ইহা আরম্ভ মাত্র। আমি যতগুলি ঘটনা দেখিয়াছি অথবা অন্য চিকিৎসকের নিকট শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয় ইহা অর্থাৎ আত্মহত্যা করিয়া কেহ দুঃখের অবসান করিতে পারে না। বরং অপর এক কষ্টকর জীবনের শুরু বা আরম্ভ হয়। আত্মহত্যার পর যাহারা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে এবং শরীরের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছে তাহাতে একটি সুখকর অভিজ্ঞতার খবর নাই। যাহা হউক কেবলমাত্র কয়েকজন তাহাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছে।"

বিজ্ঞান বলে, সৃষ্টিতে এ মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে আপাতদৃষ্টিতে অনেক বস্তুকেই আমরা বিলীন বা নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখি। সবকিছুকে অস্তিত্ববিহিন হয়ে যেতে প্রতীয়মান হয়। আসলে কিন্তু তা নয়। বস্তুর শুধু অবস্থানগত পরিবর্তন এবং রূপান্তর ঘটে মাত্র। আমাদের এই বস্তুজগতে 'বিবর্তনবাদ' এবং 'অবিনাশিতাবাদ' বলে বিজ্ঞান-স্বীকৃত ও প্রমাণিত মতবাদ রয়েছে। মানুষের, জীবের জন্ম-মৃত্যু তারই চলমান প্রক্রিয়া। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন-অস্তিত্বের অবস্থান্তর বা রূপান্তর ঘটে মাত্র। শরীরবৃত্তিয়-প্রক্রিয়ার অবসান ঘটিয়ে পার্থিব-পরিমণ্ডল ছেড়ে, মানুষ তার আধ্যাত্মিক সত্তা নিয়ে অজাগতিক-আবহে প্রবেশ করে। সেখান থেকে; সেই স্তর থেকেই আবার শুরু হয়, তার পারলৌকিক জীবনের নতুন অধ্যায়। মানুষ তার জন্য নিশ্চিত আর এক নতুন জগতে প্রবেশ করে।

তবে, তার সেই জ্ঞানাতীত জগতটা কী? কেমন তার রূপ? এটাই মানুষের চরম ও পরম জিজ্ঞাসা। জানার বিপুল আগ্রহ। কালে কালে মানুষ, এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা করে আসছে। কিন্তু তার 'বিজ্ঞান-সম্মত' যুক্তিগ্রাহ্য কোন প্রমাণ বা উত্তর দাঁড় করতে পারেনি সে।

তো, মোদ্দা কথা হল, জীব মাত্রই মৃত্যুকে ভয় পায়। জীবের প্রধান শর্তই হল বেঁচে থাকা। তার পারিপার্শ্বিকতায় জগত-সংসারের যত কিছু প্রতিকূলতা, বাঁধা-বিপত্তি, সবকিছুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রেই বেঁচে থাকা, টিকে থাকা এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা জীবের ধর্ম। যতক্ষণ তার অস্তিত্বে প্রাণ আছে, ততক্ষণই সে জীবিত-জীব। প্রাণ নেই তো জড়-অস্তিত্বের কাছে নিজেকে নিঃশর্তভাবেই ছেড়ে দেয়া। অবলীলায় সোপর্দ করা। প্রাণ ধারণ করে, বেঁচে থাকতে থাকতেই জীব তাই তার জীবনের পরিপূর্ণতার স্বাদ পুরোটাই আস্বাদন এবং উপভোগ করতে চায়। তাই জীবনের বিস্তর চাওয়া আর সীমিত পাওয়ার মাঝে সম্ভাব্য সামঞ্জস্য বিধান ক'রেই সে তার অস্তিত্বটাকে, জীবনটাকে সর্বোপরি তার পছন্দের নিজস্ব জগতটাকে সম্ভাব্য নিরবচ্ছিন্নতার আবহে সাজাতে চায়।

মৃত্যু চিন্তা অধিকাংশ মানুষকেই বিমর্ষ ক'রে তোলে। নড়বড়ে ক'রে দেয় তার জীবনের ভিত্তিকে। পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকার আত্ম-বিশ্বাসকে এবং দুর্বল ও বাঁধাগ্রস্ত ক'রে দেয় তার বেঁচে থাকার গতিময় সাবললিতাকে। তখন সে যেদিকেই তাকায়, সবকিছুই ভীষণ পর পর মনে হয়। নিষ্ঠুর আর স্বার্থপর বলেই প্রতিভাত হয় পুরো জগতটাকে। সমূহ পারিপার্শ্বিকতা বড়ই মলিন আর দুঃসহ হয়ে ওঠে তার কাছে। আসলে মৃত্যু নিয়ে মানুষের বিচিত্র ভাবনা, কল্পনা রয়েছে। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।' তিনি তাঁর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে নান্দনিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। শ্রুত আছে, অনেকে মৃত্যুর ঘোর থেকে ফিরে এসে, সবিস্তারে বিধৃত করেছেন তাঁদের লব্ধ বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। এরূপ কতজনেরই বা আছে মৃত্যুর অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা? তো, মৃত্যুকে জীবনের কাছ থেকে অবলোকন করেছেন অনেকেই। মৃত্যু নিয়ে বিস্তর লেখালেখি, গবেষণা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। আগামিতেও হবে। মানুষ এযাবৎ; মৃত্যু-রহস্যের প্রাগৈতিহাসিক খোলসটাকে ভেদ ক'রে কি তার অন্তর্নিহিত রূপ উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছে? প্রকৃত অর্থে বলা যায়, মৃত্যু-রহস্য মানুষের চিন্তা-চেতনায় এখনও অনুদ্‌ঘাটিত এবং অলিখিত রহস্যময় এক সুবিশাল উপাখ্যান হয়েই আছে! তো, জীবন-মৃত্যু খেলার মূল নাটাইটা যাঁর হাতে, সেই বিশ্ব-নিয়ন্তা, খেয়ালী সৃষ্টিকর্তাই স্বয়ং পরম আয়াসে নিয়ন্ত্রণ করছেন, জীব ও জীবনের অমোঘ পরিণতির ট্রাজেডি-পর্ব। এ কাজে তিনি বড়ই পারঙ্গম! কেবল অদৃশ্য তাঁরই নির্দেশে ও ইশারায়, জগতমঞ্চে আবির্ভূত কোন কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীর চলমান দৃশ্যপটে করুণ যবনিকাপাত ঘটছে অযাচিতভাবেই। বড্ড অসময়ে, অবলীলায় জীবনের লেনদেনের সমস্ত পাট অসমাপ্ত রেখেই পিছু হ'টে এ জগতের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে তাদের। জীবন-নাট্যের ঘূর্ণায়মান-মঞ্চ থেকে যবনিকা ঠেলে অপসারিত হতে হচ্ছে একান্ত ত্বরিতেই। এইতো বিধির অমোঘ বিধান! নিষ্ঠুর নিয়তি! এই তো জীব ও জীবনের চূড়ান্ত সত্য!

সৃষ্টিতে যতকিছু মহাজাগতিক ধ্রুবসত্য রয়েছে, মানুষের জন্ম ও মৃত্যু তাদের মধ্যে অন্যতম। সূর্য্যের চারিদিকে তার নিজস্ব কক্ষে আপন গতিতে পৃথিবী ঘুরছে তো ঘুরছেই। আগামিতেও ঘুরবে। কিন্তু জন্মের পর মানুষ বেঁচে আছে তো; বেঁচেই থাকবে অনাদিকাল, তা হয় না এবং হবেও না। এ জগতে মানুষ জন্ম নিচ্ছে। আবার তাকে ম'রে এ জগত থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। তাকে চিরতরে চ'লে যেতেই হচ্ছে। মানুষের জন্য জীবনটা যেমন সত্য, মৃত্যুটা বোধ করি তারও চেয়ে বেশি সত্য!

মানুষের আচরিত ধর্মের মতবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রচলিত প্রতিটি ধর্মেই জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে রয়েছে সুনির্দিষ্ট মতবাদ। রয়েছে বিশ্বাসের ভিত। মানুষের মৃত্যুর পর তার পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করেন অনেকে। সেই মতবাদ ও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধ'রেই মানুষ স্বচ্ছন্দ গতিতে তার আচরিত জীবনের পরিমণ্ডলে নিজেকে পরিচালিত ও পরিশীলিত করতে প্রয়াস পায়। মৃত্যু ও পরজীবন নিয়ে মানুষের রয়েছে জানার সীমাহীন আগ্রহ। তাই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বাইরেও আগ্রহী মানুষ পরজীবন নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। মৃত মানুষের আত্মার সাথে জীবিত মানুষের যোগাযোগ করার পুরনো পদ্ধতি 'প্লানচেট'-এর কথাও আমরা শুনি। জীবৎকালে অনেকের মতো আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায় নাকি প্লানচেটের মাধ্যমে মৃত-আত্মার সাথে সংযোগ স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন!

তাই বলতেই হয়, এ জগত-সংসারের মায়া মানুষকে ছাড়তেই হয়। এর কোন বিকল্প নেই। মানুষের এ জগতে যা কিছু আছে, ধনসম্পদ, প্রভাব, ক্ষমতা, অমর হয়ে বেঁচে থাকার আকুলতা, সমস্তকিছুকে দু'হাতে পিছনে ঠেলে, পরিবার, আত্মীয়স্বজনের আবেগ, ভালোবাসাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তার পরমবন্ধু মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করতে হয়। মৃত্যুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়। সবশেষে মৃত্যুতেই তাকে স্থায়ীভাবে এবং চিরতরেই বিলীন হয়ে যেতে হয়। এটাই নিয়ত সত্য এবং চূড়ান্ত সত্য।

মৃত্যু তো বিশ্বের অন্যান্য জীবের সাথে, আমাদের সকল মানুষের জন্য ধ্রুব-সত্য। মৃত্যুর দ্বার পেরিয়ে পরলোকে প্রবেশ ক'রেও কিছু কিছু মানুষ নাকি আবার ফিরে এসেছেন ইহজগতে! অনেক প্রাজ্ঞ-মানুষ, মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী অনেকের লব্ধ অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের লেখনীতে।

তো, ডঃ মরিস রলিংস 'মৃত্যুর পরে ও আত্মার কথা' গ্রন্থে মৃত্যু-পরবর্তী অনেক বর্ণনা দিয়েছেন। ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে কোলকাতা থেকে এই গ্রন্থটি সম্পাদনা ও বাংলায় অনুবাদ করেছেন হীরালাল চক্রবর্তী। ডঃ মরিস রলিংস তাঁর এই গ্রন্থে অনেক মানুষের কথা লিখেছেন যারা তাঁদের কথিত 'মৃত্যুর' পর পুনরায় জীবন ফিরে পেয়েছেন এবং সবিস্তারে স্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।

ডঃ মরিস রলিংস লিখেছেন, 'মৃত্যু দুই প্রকার। প্রথম হইতেছে 'রীভারসীবল ডেথ' ও দ্বিতীয় 'ই-রীভারসীবল ডেথ'। উভয় ক্ষেত্রেই মৃত্যুর কারণ কিন্তু একই।' তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, কোন কারণে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও মস্তিষ্ক অবিরাম সক্রিয় এই নিরলস-যন্ত্রগুলোর কোন একটি যদি থেমে যায় বা ক্রিয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয় তাহলে মূল দেহ বা শরীরকে 'মৃত' ব'লে গণ্য করা হয়। তবে মূল শরীর 'মৃত' হ'লেও মৃত্যু পরবর্তী সময়ে, তার প্রতিটি সেল বা টিস্যু তখনও জীবিত থাকে। মাত্র দুই মিনিটের জন্য যদি অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় তবে, হার্ট, লাংস বা ব্রেণ তাদের কাজ বন্ধ করতে পারে। আর যদি চার মিনিটের জন্য অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় তবে এই যন্ত্রগুলো স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, 'শরীরের এই অবস্থার নাম হইল রীভারসীবল ডেথ।'

'ই-রীভারসীবল ডেথ' সম্পর্কে ডঃ মরিস রলিংস লিখেছেন, বহুক্ষণ অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ থাকলে সেল বা টিস্যুও মরে যায় এবং শরীরে পচন আরম্ভ হয়। এবং 'রীভারসীবল ডেথ' সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'ইলেক্ট্রিক শক, হার্ট অ্যাটাক, জলডুবি, অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ বা গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা ইত্যাদিতে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় রীভারসীবল ডেথ হয়। ই-রীভারসীবল ডেথ হইতেও কেউ কেউ বাঁচিয়া গিয়াছে এইরূপ শুনা যায়, কিন্তু ঐগুলি নির্ভরযোগ্য নয় অথবা ঐগুলিকে মিরাকল বা অলৌকিক কাহিনী বলা যায়। Recorded History বা লিখিত নির্ভরযোগ্য কাহিনী বলিয়া ধরা যায় না।'

ডঃ মরিস রলিংস তাঁর 'মৃত্যুর পরে ও আত্মার কথা' গ্রন্থে জীবনের অনেক সত্যের কথা বর্ণনা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ***ডঃ মরিস রলিংস,*** (Light at the end of the Tunnel) 'Eternity, July, 77.

তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
TUITAL CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
Estd : 1967, Reg. No.-01, Date-20/08/1984, Re-reg. No. 65, Date-17/11/2009

৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১লা জুলাই ২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা **তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদেরকে জানাই সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সেই সাথে আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার সকাল ০৯ঃ৩০ ঘটিকায় ফাদার ল্যারী পালকীয় মিলনায়তনে **তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর **৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা** অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে সকল সদস্য-সদস্যাদেরকে উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে -

খ্রীষ্টফার গমেজ
চেয়ারম্যান
তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

অঞ্জলী দেছা
সেক্রেটারি
তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/১৭৯/২৪

মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা
MOHAMMADPUR CHRISTIAN BAHUMUKHI SAMABAYA SAMITY LTD. DHAKA
স্থাপিতঃ ১৯৯৭ খ্রীঃ, রেজিঃ নং- ৪০৭, তাং- ১৯-১০-১৯৯৮ খ্রীঃ, সংশোধনী রেজিঃ নং- ০৬, তাং- ০৭-০২-২০২৩ খ্রীঃ

২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা"** এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২২ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ**, রোজ-শুক্রবার, **সকাল ১০:০০ ঘটিকায়** ফাদার পিনোস সেন্টার (সেন্ট তেরেজা স্কুল প্রাঙ্গণ),৬/২/১ বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকায় অত্র সমিতির ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের **"২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজ নিজ পরিচয়পত্র আইডি কার্ড / ছবি যুক্ত পাশ বই এবং বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্যে সকল সদস্য-সদস্যাদের বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সকাল ৮:৩০ টা হতে ১০:০০ টার মধ্যে যে সকল সদস্য সদস্যা সভাস্থলে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন, কেবল মাত্র তাদের মধ্যে কোরাম পূর্তি লটারীর প্রদান করা হবে। সকাল ১০:০০ ঘটিকার পর থেকে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত শুধু খাদ্য কুপন দেওয়া হবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

রনজিত ফলিয়া
সেক্রেটারী (কো–অপ্ট)

মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা অনুলিপি
১। চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান/ ট্রেজারার/ মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ঢাকা
২। জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা
৩। মেট্রোপলিটান থানা সমবায় অফিসার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
৪। মোহাম্মদপুর ও মিরপুর ধর্মপল্লীর নোটিশ বোর্ড

বিজ্ঞ/১৮১/২৪

অসারের অসার, সকলই অসার

ক্ষুদীরাম দাস

এই প্রশ্নটা করা যেতেই পারে যে, জীবনের মানে কি? এর উত্তর একেক জনের কাছে একেক রকম হতে পারে। তবে জীবনের কোনো মানেই নেই, এটা হতে পারে না। কখনো কখনো আমার কাছে মনে হয়, জীবন মানে হলো-হাসি, আনন্দ, বেদনায় মিশ্রিত যোদ্ধার মতো; অথবা জীবন মানে হলো যুদ্ধ, যুদ্ধ করেই চলেছি। জীবন মানে সংগ্রাম, সংগ্রাম করেই চলেছি। আবার জীবন মানে স্বপ্ন, স্বপ্ন বুনেই চলেছি। জীবন মানে আশার ভেলা, আশার ভেলা ভাসিয়ে চলেছি। জীবন মানে খেলা, খেলেই চলেছি। জীবন মানে কষ্ট বা দুঃখ, সেটা সহ্য করেই চলেছি। জীবন মানে হেরে যাওয়া বা জয়ী হওয়া, সেটা প্রতিনিয়ত হচ্ছি। আরো বলা যায়, জীবন মানে ভালোবাসা, ভালোবেসে চলেছি নিজের স্বার্থের জন্যে। এখানেও অসারের গন্ধ পাওয়া যায়। অথবা জীবন মানে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব আমরা, যা' আমরা স্বীকার করি। এখানে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হওয়ার পবিত্র ইঙ্গিত। এর বাইরে সবই অসার।

আবার জীবনের মানে স্তব্ধতা, সুখ, শান্তি, দুঃখ, কষ্ট, বেদনা তবুও যেখানে শুধু নিজেকে ভালো থাকার অভিনয় করেই যেতে হয় কিছু গড়ে তোলার প্রত্যাশায়; অবশেষে অসারতা? কেননা আপসোস থেকেই যায় ভালো থাকা আর কোনো দিন হয় না। আবার জীবন মানে বেঁচে থাকার স্বপ্নের প্রচেষ্টা যা দিনের পর দিন করেই যাচ্ছি। ঠিক আমৃত্যু করেই যাবো অবশেষে অসারতা?

আমরা যদি নিজেদের প্রশ্ন করি, কীভাবে জীবনের উদ্দেশ্য, পরিপূর্ণতা এবং সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়? হয়তো দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তখনও বলবো এখনো উদ্দেশ্য, পরিপূর্ণতা ও সন্তুষ্টি অর্জন হয়নি। হবে হয়তো একদিন। এভাবেই সময় শেষ হয়ে যাবে একদিন - হা হা হা সকলই অসারতা। জীবনের এসব গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলো পরিপূর্ণ না করে থামতেই চায় না। আবার অর্জন হলেও ভাবে, যদি আরো অর্জন করা যেতো, কেনো আরো অর্জন করা গেলো না-এমন ভাবনাটাও অসারতার ইঙ্গিত। অতীতের দিনগুলোর দিকে বার বার ফিরে তাকিয়ে থাকে এবং ব্যর্থতা বা শূন্যতার কথা ভেবে হা হুতাশ করেই যায়। এভাবে সময় পার করে, অনেক সময় এটাও অসারতা নয় কি?

একজন ধনীকে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিবে-আমি আরো ব্যবসা করবো, আরো টাকা উপার্জন করবো। আরো ধনী হতে চাই। সত্যিই এমন ভাবনাটাও অসারতা নয় কি? কেননা যার ধন আছে, তার শতগুণ সম্পদ হলেও তার উত্তর এমন হতে পারে-সত্যিই অসারের অসার, সকলই অসার। আমরা যখন সব অর্জন করবো, তারপরও মনে হবে কিছুই হয়নি। আমাদের জীবনে অনেক লক্ষ্যই মূলত শূন্যতা প্রকাশ করে; বেশ কয়েক বছরের সব কাজই শুধুমাত্র অযথা নষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়।

অনেক লোকের ব্যবসায়িক সফলতা আসতে পারে, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পেতে পারে। তবুও তাদের কোথায় যেন অপূর্ণতা থেকেই যায়। কেনো এমন হয়? তাহলে কি কেউ সত্যিকারে সুখী হতে পারে নাকি এমন আছে আরো প্রত্যাশা বেড়েই চলে? সত্যিই তাদের মধ্যে এক গভীর শূন্যতা অনুভূত হয় যা কোনভাবেই পূর্ণ হবার নয়। কেননা অসারের অসার, সকলই যে অসার।

আমরা জানি, উপদেশক পুস্তকটির লেখক রাজা শলোমনের সীমাহীন ধন-সম্পদ ছিলো; তার কোনো অভাব ছিলো না। তার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা সে যুগের এ যুগের সব লোকের চেয়ে অনেক অনেক বেশি ছিল। তার শত শত স্ত্রীলোক, অনেক চমৎকার রাজবাড়ী এবং অনেক বাগান ছিলো। যা অন্যান্য রাজ্যের রাজা ও লোকদের কাছে হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। রাজকীয় ভালো ভালো খাবার ও পানীয় সবসময় প্রস্তুত থাকতো। সব ধরনের আনন্দ স্ফুর্তি তার জন্যে ছিলো প্রচুর। এতো কিছুর পরও তিনি এইরকম অনুভূতি বর্ণনা করতে গিয়েই বলেছেন, 'অসার, অসার! কোন কিছুই স্থায়ী নয়। সব কিছুই অসার' *(উপদেশক ১:২)*।

শলোমান এক সময় বলেছেন,তার মনে যা চাইতো তিনি তাই করতেন। তারপরেও তিনি উপসংহার টেনেছেন 'সূর্যের নীচে' পৃথিবীতে বেঁচে থেকে যা কিছু করছি আর যা চোখে দেখি অথবা অনুভূতি দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করি না কেনো আমাদের জীবনের সুন্দর দিনগুলো পার করতে অবশেষে সবই অসার। কেন এই গভীর শূন্যতা শলোমনের মনে জেগে উঠলো? সত্যিই আমাদের বোঝা উচিত যে, এই আধুনিকতা, বিলাসিতা, দাম্ভিকতা, ক্ষমতা মানেই সবকিছু নয়। এর চেয়ে বেশি কিছু রয়েছে, যা ঈশ্বর আমাদের জন্যে দিতে পারেন। আসলে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তা পাওয়ার জন্যে। শলোমন ঈশ্বরকে বলেছেন, 'তিনি মানুষের অন্তরে অনন্তকাল সম্বন্ধে বুঝবার ইচ্ছা দিয়েছেন ... ...' *(উপদেশক ৩:১১)*। আমাদের বুঝতে হবে যে, এখানেই সব কিছু নয়।

আদিপুস্তক ১ অধ্যায় ২৬ পদে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর তাঁর নিজ প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আমরা তার মতোই। পাশাপাশি আমরা এটাও দেখতে পাই যে, মানুষের পাপে পতনের পর পাপের অভিশাপ এই পৃথিবীতে এসেছিল। সেই জন্য এই বিষয়গুলো সত্যি হয়েছিল: ১) ঈশ্বর মানুষকে সামাজিক প্রাণী হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন *(আদিপুস্তক ২:১৮-২৫ ; ২)* ঈশ্বর মানুষকে কাজ দিয়েছিলেন *(আদিপুস্তক ২:১৫; ৩)* ঈশ্বরের সাথে মানুষের সহভাগিতা ছিল *(আদিপুস্তক ৩:৮; ৪)* এবং ঈশ্বর মানুষকে পৃথিবীর সব কিছুর উপরে রাজত্ব করতে দিয়েছিলেন *(আদিপুস্তক ১:২৬)*। এই সবের কী গুরুত্ব হতে পারে? ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন আমরা এই সবের মধ্যদিয়েই আমাদের জীবনের পূর্ণতা পাই। কিন্তু এই সব কিছুই (এমন কি ঈশ্বরের সাথে মানুষের সহভাগিতার সম্পর্কও) মানুষের পাপে পতনের ফলে উল্টোভাবে কাজ করতে শুরু করেছিল, যার ফলে পৃথিবীতে এসেছিল অভিশাপ *(আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়)*। মানুষ অসারতার পেছনে ছুটে বা লোভ করে নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলেছিলো।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জন্য শুধুমাত্র অনন্তকালীন আশীর্বাদ পাবার পথ প্রস্তুত করেছেন *(লূক ২৩:৪৩)* শুধু তা-ই নয়, কিন্তু এই পৃথিবীতেও আমাদের জীবন সন্তোষজনক ও অর্থবহ করেছেন। এই অনন্তকালীন আশীর্বাদ এবং 'পৃথিবীতে স্বর্গ' পেলে কেমন হবে?

বাইবেলের শেষ পুস্তক প্রকাশিত বাক্যে ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন যে, তিনি এই বর্তমান আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন এবং নতুন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করে অনন্তকালীন রাজ্যে উন্নীত করবেন। সেই সময়, উদ্ধারপ্রাপ্ত মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করবেন; যারা উদ্ধারপ্রাপ্ত নয় তারা অযোগ্য বলে বিচারিত হবে ও আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হবে *(প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১৫)*। পাপের অভিশাপ আর থাকবে না; পাপ আর থাকবে না, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-পীড়া, ব্যথা ও মৃত্যু কিছুই আর থাকবে না *(প্রকাশিত বাক্য ২১:৪)*। ঈশ্বর নিজেই তাদের সাথে বাস করবেন এবং তারা হবে তাঁর সন্তান *(প্রকাশিত বাক্য ২১:৭)*। এভাবেই আমাদের জীবনের চাকা পূর্ণ হবে: ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন আমরা তাঁর সাথে পূর্ণ সহভাগিতায় থাকি, কিন্তু আমাদের পাপের ফলে সহভাগিতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর, ঈশ্বর অনন্তকালে আবার সহভাগিতা পুনরুদ্ধার করবেন। এভাবে জীবন পথে সব কিছু অর্জন করতে করতে শুধুমাত্র মৃত্যু অনন্তকালের জন্যে ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের আলাদা করবে যা হবে তুচ্ছ ও অসার! ***(চলবে...)***

একজন সাধু ব্যক্তির কথা

যোসেফ শরৎ গমেজ

আমাকে তুমি ডেকেছিলে, চিৎকার করে ডেকেছিলে; এবং চূর্ণ বিচূর্ণ করেছিলে আমার বধিরতাকে। আলোর দ্যুতিতে জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠে আমার উপরে ছড়িয়ে দিয়েছিলে তোমার প্রভা এবং অপসারিত করেছিলে আমার অন্ধতাকে। আমি তোমার বাণী প্রচার করেছি, তোমার ভালোবাসার কথা সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন শুধু প্রতীক্ষা করছি তোমার আবির্ভাবের।

হ্যাঁ, আজ সেই প্রতীক্ষার অবসান হলো। পূর্ণ হলো জীবনের সব চাওয়া পাওয়ার। এই পৃথিবীর পার্থিব সব উপকরণ যা মানুষকে নিয়ে যায় ভোগ বিলাসিতার চরম শিখরে। সেই সব কিছু দু'হাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে ধর্ম সাধনায় নিজেকে মহাসাধকরূপে অধিষ্ঠিত করেছ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে। তোমার পুঁজার ধুপারতিতে ঈশ্বর বিমোহিত, মুগ্ধ, তৃপ্ত, অমৃতলাভে তাই তুমি চলে গেছ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে অমৃতলোকে। হ্যাঁ, তুমিই সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন আমাদের প্রিয় যাজক আবেল বি রোজারিও।

ফাদার আবেল বি রোজারিও। বাবা প্রয়াত জেভিয়ার সুখলাল ডি. রোজারিও ও মা প্রয়াত কার্মেল ডি' রোজারিও, তুইতাল ধর্মপল্লী। জন্ম ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ, ৮ নভেম্বর সুতার পাড়া, মেঘলা মালিকান্দা গ্রাম। যাজকবরণ ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ। সেই ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ ৫০টি বছর খ্রিস্টসেবা করেছেন বহু চড়াই উৎরাই পার করে। যাজকত্ব লাভের পর থেকেই ফাদার আবেল বাংলাদেশেরই দুর্গম পাহাড়ী এলাকা আদিবাসী পাহাড়ী মানুষদের কাছে খ্রিস্টকে প্রচার করেছেন। তার এই প্রচার কাজে বহুবার তিনি জীবন মৃত্যুর সাথে লড়াই করেছেন। কখনও ডাকাতের হাতে পড়ে কখনও পাকিস্তানী সেনাদের হাতে পড়ে বার বার তার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। বারবারই তিনি যিশুর দয়ায় বেঁচে উঠেছিলেন। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে তার যাজকীয় জীবনের ৫০ বছর জুবিলী উৎসবের সময় পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও ফাদার আবেলকে ঈশ্বরের মনোনীত ও প্রেরিতজন হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ফাদার আবেল সেবাকারী জীবন সাধনায় ও সেবায় আদর্শনীয় হয়ে আছেন।

খ্রিস্টের প্রাবক্তিক ভূমিকায় তিনি বিশ্বস্তভাবে মণ্ডলীর শিক্ষা দিয়েছেন এবং দরিদ্রদেরকে দয়া, মায়া, মমতায় আপন করে নিয়েছেন। খ্রিস্ট যিশুর রাজকীয় ভূমিকায় তিনি নম্রতা ও নিঃস্বতা দিয়ে ঐশরাজ্য ঘোষণা করেছেন ও দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

প্রয়াত ফাদার আবেল বি রোজারিও'র যাজকীয় জীবনের পঞ্চাশ বছর জুবিলী উৎসবের সময় ফাদার ডেভিড শ্যামল গমেজ বলেছিলেন যাজককে অপর খ্রিস্ট বলা হয়। ফাদার আবেল একজন আদর্শ যাজক। তাঁর দীর্ঘ যাজকীয় জীবনে অনেক ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীদের জন্য সেবার জীবনের আদর্শ। তিনি অনেককে নিবেদিত জীবনে আসতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি সদা প্রফুল্ল, একনিষ্ঠ সেবাকারী নম্র, বিনীত ও প্রার্থনাশীল একজন যাজক। তিনি অনেক মানুষের জীবনে, অনেক পরিবারে শান্তি, স্বস্তি, নিরাময় ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ এনে দিয়েছেন।

২০১৫ খ্রিস্টাব্দে তুইতাল ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার ফ্রান্সিস জেভিয়ার পিউরিফিকেশন ফাদার আবেলের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'ফাদার আবেল হলেন একজন মাটির মানুষ। একজন সোজা সরল মানুষ। তিনি ত্যাগী অধ্যবসায়ী ও প্রার্থনাশীল ব্যক্তি। তিনি সব সময় হাসি, খুশী, মিশুক ও আমুদে পূর্ণ ব্যক্তি। তিনি অতি সহজেই ছোটদের সাথে ছোট, যুবাদের সাথে যুবা এবং বৃদ্ধদের সাথে বৃদ্ধ হতে পারেন। অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন। এটা তার একটি বিশেষ ও মহৎ গুণ। যা সবাই অর্জন করতে পারে না। উপাসনায়, তার উপদেশ বাণীতেও রসিকতার সাথে খ্রিস্টভক্তদের মনোযোগ আকর্ষণ করার একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা আছে। তার মধ্যে হিংসা, অহংকার, রাগ বা উচ্চাভিলাসী মনোভাব বলতে কিছুই নেই। এক কথায় তিনি হলে একজন মাটির মানুষ।'

তুইতাল ধর্মপল্লীর দ্বিতীয় ফাদার আলবিন গমেজ বলেন, ফাদার আবেল বি রোজারিও'র জীবন বর্তমান প্রজন্মের কাছে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ফাদারের আত্মদানের জীবন এ যুগের অনেক যুবক যুবতীদের আকর্ষণ করবে। ভবিষ্যৎ মণ্ডলীতে আজকের যুবক যুবতীদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে তারাই হবে ভবিষ্যৎ মণ্ডলীর পরিচালিকা শক্তি।

তুইতাল ধর্মপল্লীর কৃতি সন্তান ফাদার ব্রাইন চঞ্চল গমেজ বলেন, 'ফাদার আবেল বি রোজারিও একটি নাম, একটি আদর্শ, একজন যাজক, একজন প্রেমময় পিতা এবং বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত একজন সফল যাজক। তিনি সমগ্র বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য সত্যিই স্বর্ণ-সন্তান। আমাদের গর্ব আমাদের অহংকার। তুইতাল ধর্মপল্লীর যাজকীয় জীবন আহ্বানের তিনি স্বর্ণ যুগের সূচনা। তিনি আমাদের অতীত, আমাদের বর্তমান এবং তিনিই আমাদের ভবিষ্যৎ নক্ষত্র।

তুইতাল ধর্মপল্লীর উপধর্মপল্লী সোনাবাজু গ্রামের কৃতি সন্তান ফাদার পিটার শ্যানেলের মতে প্রয়াত ফাদার আবেল বি রোজারিও একজন পুণ্যবান যাজক ছিলেন। তিনি অতি নিষ্ঠার সাথে সকল যাজকীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর তিনি কতজনকে যে খ্রিস্টনামে দীক্ষিত করেছেন, কতজনকে যে পাপের ক্ষমাদান করে স্বর্গরাজ্যের পথ সুগম করেছেন, পুণ্য সংস্কারাদির মধ্য দিয়ে কত আত্মাকে যে রক্ষা করেছেন, তাঁর প্রার্থনাশীলতা ও গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্য দিয়ে কতজনের আধ্যাত্মিক পিতা হয়ে উঠেছেন সেই হিসাব একমাত্র পরমেশ্বর ছাড়া কোন জনমানবের পক্ষে দেয়া সম্ভব না। তিনি সত্যিই ধন্য। যাজক হিসাবে তিনি অনন্য। তাঁর পুণ্য হস্তদ্বয় অনেক মানুষের জীবনেই এনে দিয়েছে ঈশ্বরের অজস্র আশীর্বাদ। ফাদার আবেলের সুন্দর সরল সাদা-মাটা ও ভক্তি বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত যাজকীয় জীবন আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় আর্সের পালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর কথা। তাঁর জীবনের এই বিশেষ দিকটি স্মরণ করে অনেক ভক্ত তাঁকে জীবন্ত সাধু বলে আখ্যায়িত করতেও দ্বিধা করেন না।

আমি যোসেফ শরৎ গমেজ, আমিও প্রয়াত ফাদার আবেলকে একজন সাধু ব্যক্তি বলতে দ্বিধা করিনা। কারণ তাঁর পুণ্যময় সেবার

জীবন আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। আমি তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। তাঁর যাজকীয় জীবনের পঞ্চাশ বছর জুবিলীর প্রায় একমাস আগে রমনা আর্চবিশপ হাউজে তার সাথে প্রায় আড়াই ঘন্টা আলাপ হয়েছিল তার খ্রিস্ট সেবার বর্ণাঢ্য জীবনের কত কথাই তিনি বলেছিলেন। আমি এক সময় তাঁকে প্রশ্ন করেছিলোম আপনার জীবনের আপনার প্রিয় ব্যক্তি কে? তিনি বলেছিলেন আমার মা। যার প্রেরণায় আমি যাজক হতে পেরেছি। এই যাজকীয় জীবনে আসার পথে যত বাঁধা এসেছে আমার মা আমাকে সব বাধা পার করে নিয়ে এসেছে। আমি যখন প্রথম যাজকীয় পোষাক পড়ে মায়ের সামনে উপস্থিত হয়ে মাকে প্রণাম করেছিলাম মা আমাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেলেছিল। তখন আমার মনে হয়েছিল আমি ঈশ্বরের খুব কাছে আছি।

আমার যাজক হওয়ার পেছনে আমার ছোট ভাই ভিনসেন্টের অবদান ছিল অনেক বড়। আমি যখন সেমিনারীতে ছিলাম তখন একদিন হঠাৎ আমার বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি খবর পেয়ে সেমিনারী থেকে বাড়ীতে ফিরে মাকে বললাম, আমি আর সেমিনারীতে ফিরে যাব না। বাবা অসুস্থ, সংসারের অবস্থা খুবই খারাপ আমি সংসারের হাল ধরতে চাই। মা আমার কথা শুনে গম্ভীর গলায় বলল, তোমাকে সংসারের হাল ধরতে হবে না। তুমি সেমিনারীতে ফিরে যাও। ঈশ্বর মুখ দিয়েছেন তিনিই আহার দেবেন। আমি একজন ফাদারের মা হতে চাই। এরপর আমার ভাই ভিনসেন্টকে স্কুল ছাড়িয়ে করাচীতে পাঠানো হয় চাকুরীর জন্য।'

বাণী প্রচারের কাজে ফাদার আবেলের সবচেয়ে স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা অন্য কোন যাজকের বেলায় জানা যায়নি সেটা ছিল দীক্ষাস্নান। বিড়ইডাকুনীর গ্রামে গ্রামে ও গারো পাহাড়ী আদিবাসী মানুষদের কাছে বাণী প্রচার করে ১৫ শত লোককে দীক্ষা দিয়েছেন। একদিনই দিয়েছিলেন ৯১০ জনকে। যাজকীয় জীবনের পঞ্চাশটি বছরের বেশীর ভাগ সময়ই তিনি পাহাড়ী এলাকায় গারো আদিবাসীদের মধ্যে পালকীয় কাজ, সেবার কাজ করেছেন। এই সবই ছিল তার জীবনের বড় চ্যালেঞ্জ। মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে, কখনও সাইকেল চালিয়ে, প্রচণ্ড ক্ষুধা পিপাসা নিয়ে যেতে হয়েছে। গারোদের ভাষা বোঝা, তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও সমস্যা হয়েছে, তবে গারো লোকজন খুবই সাদা-সিধে, এদের সাথেই আমি ১২ বছর কাজ করেছি।

এরপর আমি আঠারোগ্রাম ও ভাওয়াল অঞ্চলে এলাম পালকীয় কাজ করতে। ১৭ বছর আমি তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে ছিলাম। এখানেও চ্যালেঞ্জ কম ছিল না। আমি নিজে যে ফাদার হয়েছি আমাদের মধ্যেও দূর্বলতা থাকবেই। কেননা আমরাও রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। দোষ এবং গুণ দু'টোই থাকবে। তবে আমার মধ্যে যে গুণ আছে তাতো আমি বুঝতে পারি। কিন্তু দোষ আছে তাতো আমি বুঝতে পারিনা হয়তো বা বোঝার চেষ্টা করি না। সেইজন্য আমি নিজেকে একবার পরীক্ষা নিলাম। গারো অঞ্চলে একবার, আঠারগ্রাম অঞ্চলে একবার এবং ভাওয়াল অঞ্চলে একবার। আমি গীর্জার পেছনে একটা বাক্স রেখেছি লোকদের বলেছি তোমরা তো আমাকে চেন। আমার মধ্যে গুণ আছে তাতো তোমরা জান। আমার মধ্যে দোষ আছে তাও তোমরা জান। তোমরা দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করবে? তোমরা আমার গুণ ও দোষগুলো লিখে ঐ বাক্সে রাখবে আর নিজের নাম লিখবে না। যাতে আমি বুঝতে না পারি কে লিখেছে। এতে করে আমার সাহায্য হবে। এইভাবে আমি তিন জায়গায় ব্যবস্থা করেছি। এর মধ্যে অনেকগুলো দোষ আমি জানতে পেরেছি যা আমি কোনদিন চিন্তাও করিনি। আবার অনেকগুলো দোষ আমি পেয়েছি যা আমি মনে করেছি হ্যাঁ, এগুলো আমার মধ্যে আছে। এতে আমি নিজেকে জানতে ও বুঝতে পেরেছি যাতে আমার ভুলগুলো সংশোধন করে খ্রিস্টভক্তদের মাঝে কাজ করতে পারি। এটা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে যা আমি কোনদিন অস্বীকার করবো না।

ফাদার আবেলের শেষ কথাটি ছিল আমি আমার জীবনের ৫০টি বছর খ্রিস্টসেবা করেছি। আমার সম্পূর্ণ জীবনটা খ্রিস্টময় করে তুলেছি; এখন প্রতীক্ষায় আছি সেই ধর্মময়তার মুকুট পাবার আশায় যা প্রভু সেই ধর্মময় বিচার কর্তা সেই দিনটিতে আমাকে দেবেন।

ফাদার আবেলের সেই প্রতীক্ষার অবসান হলো। তিনি চলে গেলেন অমৃতলোকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে। আমরা তুইতাল মিশনবাসী তাঁকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারিনি। এটা আমাদেরই ব্যর্থতা। তবে আমরা তুইতাল ও সোনাবাজু গ্রামের খ্রিস্টভক্তগণ অত্যন্ত খুশী এবং গর্বিত এই ভেবে যে, এখন থেকে আমাদের তুইতাল মিশনের কবরস্থানটি আলোকিত হয়ে থ াকবে একজন সাধু ব্যক্তির উপস্থিতিতে। আমরা সব সময় অনুভব করতে পারবো।

আজ এই মুহূর্তে আমি সকলের কাছে অনুরোধ জানাতে চাই কেউ যেন এই সাধু ব্যক্তির কবরটা শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেন। তার জন্য প্রথমেই আর্চবিশপ মহোদয়ের সম্মতি প্রয়োজন তা অবশ্যই আমরা পাব সে বিশ্বাস আমাদের আছে॥

DHAKASTHA RANGAMATIA DHARMAPALLI CHRISTIAN BAHUMUKHI SAMABYA SAMITY LTD.
ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড
(স্থাপিত ঃ ২৫-১০-৯২, রেজিঃ নং-৭৯৪/২০০৭)

TEJGAON CHURCH COMMUNITY CENTRE (1ST Floor)
9, Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka-1215, Bangladesh.
Cell: 01763-433181

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (২য় তলা)
৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।

সূত্র নং : ঢা:রা:ধ:খ্রী:ব:স:স:লি:/সম্পাদক/২০২৪/২১ তারিখ: ৩০/১০/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ"**-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৬ ডিসেম্বর'২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, সকাল ১১:০১ মিনিটে **"তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার"**, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ এ সমিতির **৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা** অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সমিতির সকল সদস্য-সদস্যাদের যথাসময় উপস্থিত হয়ে সভাকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সভার তারিখ ঃ ৬ ডিসেম্বর' ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময় ঃ সকাল ১১ঃ০১ মিনিট
সভার স্থান ঃ তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার,৯ তেজকুনীপাড়া,তেজগাঁও,ঢাকা-১২১৫

ধন্যবাদান্তে,

সরোজ গমেজ
(কো-অপ্ট) সম্পাদক
ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ
সমবায় সমিতির আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার ঋণ ও অন্যান্য কোন প্রকার খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না।

অনুলিপিঃ-
১। সভাপতি/ম্যানেজার/ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য
২। সমিতির নোটিশ বোড

বিজ্ঞ/১৮০/২৪

স্মৃতিতে প্রয়াত ব্রাদার ডানিয়েল রোজারিও সিএসসি

মাষ্টার সুবল

প্রয়াত ব্রাদার ডানিয়েল ছিলেন একজন প্রার্থনাশীল সন্ন্যাসব্রতী। প্রার্থনায় যেন দেরী না হয়, সেজন্য তিনি সবসময় তার হাত ঘড়ি পনের মিনিট এগিয়ে রাখতেন। সামাজিক কাজের ব্যস্ততায় দৈবক্রমে কোন সময় সমবেত প্রার্থনা বাদ পড়লে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তা পূরণ করে নিতেন। ব্রাদার তার শিশু সুলভ হাসি-খুশি আচরণ দ্বারা সকল শ্রেণি পেশার মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারতেন। তবে তিনি যেমন শাসন করতেন তেমনি আদর করতেন। গরীব দুঃখীদের তিনি আন্তরিকতার সাথে ভালবাসতেন। তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতেন। কেউ মারা গেলে মৃতদেহের সৎকার করার জন্য যা যা করার প্রয়োজন তার সবকিছুই করতেন। মৃতদেহ সৎকারের সমস্ত সামগ্রী তার ঘরে সব সময় তিনি মজুত রাখতেন। যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন সেদিন তার মৃতদেহের সৎকারের জন্য সেগুলিই ব্যবহার করা হয়েছিল।

ব্রাদার ডানিয়েল কৌমার্যের ব্রত গ্রহণ করার পর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে নারিন্দা সেন্ট যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ে প্রথমেই নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে দক্ষতার সাথে কাজ করেন। বিশেষ করে পুরাতন ঢাকায় ছোট বড় সকলেই তাকে ভাল করে চিনতেন। কেউ তার সাথে দেখা করতে আসলে তিনি তাদের কথা মন দিয়ে শুনতেন, আর কিছু করতে না পারলেও ভাল পরামর্শ দিতেন। প্রকৃতির প্রতি তার ছিল বিশেষ আকর্ষণ। নিজ হাতে বাগান করা ছিল তার অন্যতম শখ। তার জীবন ছিল অতি সাধারণ। তিনি একদিন এক ভিখারিণীকে নিজের গায়ের চাদরটি খুলে দিলেন। শরীরের রং কালো থাকায় সবাই তাকে কালা সাহেব আবার 'কালা সাধু' বলে ডাকতেন। এতে তিনি খুশিই ছিলেন। তিনি ফুলকে ভালবাসতেন বলে ফুলের বাগান করতে খুব পছন্দ করতেন। মাছ ধরার প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড নেশা। অবসর সময়ে বিভিন্ন স্থানে মাছ ধরতে যেতেন। তিনি কারিগরি বিদ্যালয়ের পুকুরে নানা প্রজাতির মাছ চাষ করতেন। পুকুরের ধারে অনেক নারিকেল চারা রোপন করেছিলেন। এখন দুঃখের বিষয়, অতিতের সেই পুকুরটি বালি ভরাট করে ফেলা হয়েছে।

ব্রাদার ডানিয়েলের আত্মাকে মৃত্যু দিয়েছে চিরশান্তি। হেসেছিলেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে। মৃত্যু ভয়ে হননি কাতর। তিনি ছিলেন মা-মারীয়ার ভক্ত। ছিলেন খ্রিস্টযিশুর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী। তাইতো মরে গিয়ে সেই গানের অর্থ করেছেন পূরণ যথা, 'আমার আত্মা কর স্মরণ, কবে হবে সে মরণ। যে যেমনভাবে চলে, সেইরূপে হয় তার মরণ'। আমার প্রতি ছিল তার উপদেশ, স্বর্গ ও নরক আছে বলে বিশ্বাস কর। ঈশ্বর ও মা-মারীয়ার উপর বিশ্বাস রাখ। মা-মারীয়ার উপর বিশ্বাস রেখে প্রার্থনা করো, ফল পাবে। তিনি বলেছিলেন, হিংসা মানুষের অন্তর্জ্বালা, হিংসা ইহকালের নরক। লোভই আত্মার পতন ঘটায়। কারো সাথে এমন আচরণ করো না. যাতে মানুষ তোমাকে পশুর সাথে তুলনা করে গালি দেয়। অপরের দেওয়া গ্লানি ধৈর্য ধরে সহ্য কর, আর শত্রুকে ভালবাস। শুধুমাত্র পেতে নয়, দিতেও চেষ্টা করো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রোজারি মালা প্রার্থনা কর।

শেষের কথা, ব্রাদার একদিন আমাকে বেবীট্যাক্সিতে করে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন চিকিৎসার জন্যে। আমার হাতটা তার গলায় প্যাঁচিয়ে ধরলেন। আমি কাঁদো কাঁদো অবস্থায় তাকে বললাম, ব্রাদার , আমি আর বাঁচবো না। ব্রাদার তৎক্ষাণাৎ আমাকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, চুপ থাক, দিমু এক থাপ্পর। তারপর ব্রাদার শুধু আমাকে বললেন, জীবিত থাকার মালিক তুমি নও, আবার মরার মালিকও তুমি নও। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাক, প্রার্থনা কর। মৃতলোকদের মাসে, প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ব্রাদার ডানিয়েল সম্বন্ধে বহুকিছুর মধ্যে অল্প কিছু লিখলাম। প্রার্থনা করি প্রভু পরমেশ্বরের কাছে, তিনি যেন ব্রাদারের আত্মাকে চিরশান্তি প্রদান করেন এবং তার পরিবারের সবার মঙ্গল করেন।

আমি সাধ্বী হতে চাই, একজন বড় সাধ্বী

সিস্টার অলি তজু এসসি

প্রায় ২১৬ বছর আগে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ইতালির ছোট একটি শহর লভেরে, সেখানে একটি ফুল ফুটেছিল। ফুলটি খুবই সজীব, সতেজ এককথায় তরতাজা আর তার সুরভী অনেকদূর পর্যন্ত ছড়াতো। কিন্তু ফুলটি বাগানে বেশীদিন রইলনা, বাগানের মালিক একদিন তার পূজার ডালি সাজাতে সবচেয়ে সুন্দর ও সজীব ফুলটি তুলে নিলেন। হ্যাঁ, সেই ফুলের নাম বার্থলোমেয়া কাপিতানিও (সাধ্বী)। সাধ্বী বার্থলোমেয়া দেখতে শুনতে বেশ সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। মুখে একধরনের স্নিগ্ধতা, সরলসহজ ও ভাবগাম্ভীর্য ভাব যেন ঈশ্বর অন্বেষীর পরিচয় বহন করে। এই সাধ্বী আহামরি কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছিলেন না। তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। তার বাবা মদেস্তো কাপিতানিও ছিলেন একজন ছোটখাটো মুদি ব্যবসায়ী। আজকাল আমাদের গ্রামবাংলার চিত্রে যেমন কয়েকজন স্বামীরা মদ্যপান করে এসে স্ত্রীদের অত্যাচার, মারধর করে মদেস্তোও ঠিক তেমনি একজন মদখোর ছিলেন। বার্থলোমেয়ার মাকে অত্যাচার করত, মারধর করত, প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া করত। এমন পরিবেশে বার্থলোমেয়া বড় হউক মা তা চাইতেন না, তাই তাকে বাড়ি থেকে দূরে মনাস্ট্রি সিস্টারদের বোর্ডিংয়ে দিয়ে আসে। বার্থলোমেয়া ছোটবেলা থেকেই অনেক প্রার্থনাশীল ছিলেন। সে তার মায়ের স্বভাব পেয়েছে, নম্র, ভদ্র, প্রার্থনাশীল, দয়ালু। প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করত। একবার তার যখন ৭ বছর বয়স তখন খ্রিস্টযাগে ফাদারের উপদেশে পাপ সম্বন্ধে শোনার পর থেকেই সে সংকল্প করে যে, সে আর কোনদিন পাপ করবেনা। তার বোর্ডিং ইনচার্জ মাদার পারপানি তার মধ্যে এক অসাধারণ গুণ লক্ষ্য করে এবং বুঝতে পারে যে এই মেয়ে কিছু একটা হবে। তাকে উৎসাহ দিতে থাকে মনাস্ট্রি সংঘের সিস্টার হওয়ার জন্য। বার্থলোমেয়ারও ভালো লাগত তাদের প্রার্থনার জীবন। এত ছোট বয়স থেকেই বার্থলোমেয়ার অসাধারণ জীবনযাপন, অমায়িক ব্যবহার, সরলতা, নম্রতা, ত্যাগী ও উদারতা দেখে তাকে যাচাই করার জন্য বোর্ডিং ইনচার্জ তাকে নানা ভাবে পরীক্ষা করে দেখে। একবার খাবারের সময় হলে স্যুপ বিলি করার সময় মাদার পারপানি সবার হাতে হাতে স্যুপ বিলিয়ে দেয় আর যখন বার্থলোমেয়া এগিয়ে আসে অন্য সবার মত স্যুপ নেয়ার জন্য সে ইচ্ছে করেই ধরার আগেই বাটিটি ছেড়ে দেয়, মাটিতে পড়ে যায় সব স্যুপ। সেটাকে জিহ্বা দিয়ে চেটে খেতে বলে। বার্থলোমেয়া কোন কথা না বলে হাঁটু গেড়ে সব স্যুপ চেটে খায়, তার সব সাথীরা দেখছিল এই কাণ্ড, কারোর বুঝতে বাকি ছিলনা এটি মাদার পানি ইচ্ছে করেই করেছে তবুও কারোর সাহস হয়নি বলার। বার্থলোমেয়া তার নম্রতার পরিচয় দিলেন। সে যেমন দেখতে সুন্দরী তেমনি কাজে ও পড়াশোনায় ছিলেন পটু। তাই আবারো তাকে পরীক্ষা করার জন্য মাদার পারপানি তার ক্লাস থেকে বের করে ছোট ক্লাসে বসতে বললেন। মাথা নিঁচু করে চলে গিয়ে ছোটদের ক্লাসে বসলেন, মাদার পারপানি তার এই গ্রহণীয় মনোভাব দেখে সত্যি অবাক হলেন। একবার মাদার পারপানি একটা খেলা খেলতে সবাইকে ডাকেন মাঠে, খেলাটা হল খড়টানাখেলা। যে সব চাইতে লম্বা খড়টা পাবে সে সাধ্বী হবে। সবাই খেলার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ে, অন্যদিকে বার্থলোমিয়া সাধ্বী হওয়ার বিষয়টা খুবই গুরুত্বসহকারে নেয় আর চ্যাপেলে দৌড়ে গিয়ে শিশু মারীয়ার মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে এই প্রার্থনাটি করে "আমি সাধ্বী হতে চাই, একজন বড় সাধ্বী, তাড়াতাড়ি সাধ্বী, তাই সে যেন বড় খড়টি পায়। অবশেষে মেপে দেখে কার খড় সবচেয়ে লম্বা, মাদার অবাক হয় সবচাইতে লম্বা খড়টি বার্থলোমেয়া পেয়েছে। তার যে সংকল্প সাধ্বী হওয়ার সে কথা মনে গেঁথে রাখে। সে তার প্রার্থনার সময়, ধ্যানের সময়, খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের পর এবং আরো বিভিন্ন ভাবে ব্যক্তিগত প্রার্থনায় রত থাকার সময় পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা পায়। তাকে দিয়ে একটা নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায়। সেটা হলো একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করা। অবশেষে সে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে। সিস্টারস অব্ চ্যারিটি সম্প্রদায় যা মারীয়া বাম্বিনা নামেও পরিচিত। তার ঠিক আট মাস পরেই রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বাদশ পিউস তাকে সাধ্বী ঘোষণা করেন। তিনি অল্প বয়সেই সাধ্বী হয়েছেন, একজন বড় সাধ্বী। এই মহান সাধ্বীর জীবনী আমাদের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরাও তার জীবনী থেকে পবিত্র জীবন যাপনের অনুপ্রেরনা পাই।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

৩০ অক্টোবর,২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন। এটি বাংলাদেশে প্রথম স্থানীয় ওয়াইডাব্লিউসিএ হিসেবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালবাসায় একে অপরের সেবা কর" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষতঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কল্পে কাজ করে চলেছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংস্থা হোষ্টেল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ঢাকা শহরের বাইরে বিভিন্ন জেলা শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এসে এই হোষ্টেলে অবস্থান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ'র হোষ্টেল প্রকল্পের জন্য আগ্রহী, দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত পদে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	**হোষ্টেল সুপারিনটেনডেন্ট**	**১জন (নারী)**	- যে কোনো স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। - সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। - হোষ্টেলে সার্বক্ষণিক অবস্থান (আবাসিক) করতে হবে। - হোষ্টেল কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা। - প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কর্মীদের যথাযথ নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা। - আর্থিক পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। ● বয়সঃ ৩৫ বছর - ৪৫ বছরের মধ্যে
২.	**আয়া/ক্লিনার**	**৩জন (নারী)**	- নূন্যতম অষ্টম শ্রেণি পাশ - কর্মঠ ও পরিশ্রমী হতে হবে। - অনুরূপ পদে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৩.	**দারোয়ান**	**২জন**	- নূন্যতম অষ্টম শ্রেণি পাশ - সংশ্লিষ্ট কাজে ২বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - বিশেষ যোগ্যতাঃ সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন, সাহসী ও বাগান করবার কাজে অভিজ্ঞ থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ঃ

১. *প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি জমা দিতে হবে।*
২. *সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র সংযুক্ত করতে হবে।*
৩. *বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।*
৪. *জীবন-বৃত্তান্তে দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।*

সম্পূর্ণ আবেদনপত্র **আগামী ২৫ নভেম্বর,২০২৪ খ্রিস্টাব্দের** মধ্যে নিম্নে লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে। (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে)। কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে।

YWCA

সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ
১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড
ঢাকা-১২০৫

বিজ্ঞ/১৭৭/২৪-ক

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

৩০ অক্টোবর,২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অ-লাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সদস্যভিত্তিক সংস্থা হিসাবে ১৯৬১ সাল থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী, কিশোর/যুব নারী ও শিশুর জীবনের পরিবর্তন ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সংস্থাটি আদর্শ মানুষ গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সাল থেকে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত পদে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	**সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্লে - ২য় শ্রেণী)**	**১ জন (নারী প্রার্থী)**	- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কমপক্ষে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে। - অবশ্যই বি.এড/এম.এড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট পদে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। - শিক্ষা কার্যক্রম বা কারিকুলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান ও কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাসহ দায়িত্বশীল পদে কমপক্ষে ৫ বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। - বাংলা ও ইংরেজি লেখা ও বলা এবং কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে। - কোন স্বীকৃত খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর সদস্য হতে হবে।
২.	**প্রভাষক (বাংলা)**	**১ জন**	- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে নির্দিষ্ট বিষয়ে অনার্স-মাষ্টার্স, বি.এড/এম.এড হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩.	**সহকারী শিক্ষক (প্লে - ২য় শ্রেণী)**	**৪ জন (নারী প্রার্থী)**	- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এ, বি.এড হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৪.	**শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক (প্লে - ২য় শ্রেণী)**	**১ জন (নারী প্রার্থী)**	- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.পি.এড হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সহ-পাঠ্যক্রমিক যোগ্যতা বিশেষভাবে বিবেচিত হবে।
৫.	**পিয়ন**	**১জন (পুরুষ)**	- যে কোন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে এইচ,এস.সি পাশ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ঃ

১. *প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি জমা দিতে হবে।*
২. *সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র সংযুক্ত করতে হবে।*
৩. *বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।*
৪. *জীবন-বৃত্তান্তে দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।*

সম্পূর্ণ আবেদনপত্র **আগামী ২৫ নভেম্বর,২০২৪ খ্রিস্টাব্দের** এর মধ্যে নিম্নে লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে। (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে)।
কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে ।

YWCA

সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ
১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড
ঢাকা-১২০৫

বিজ্ঞ/১৭৭/২৪-খ

বাইবেলপ্রেমী আদর্শ যাজক ফাদার মার্টিন মণ্ডল

পিয়াল লরেন্স গমেজ

“যদি আমরা বাঁচি, তবে প্রভুর জন্য বাঁচি, আর যদি মরি, তাহলে প্রভুর জন্যই মরি। সুতরাং বাঁচি বা মরি, যেভাবেই থাকি না কেন আমরা প্রভুরই *(রোমীয় ১৪:৮)*।”

ফাদার মার্টিন মণ্ডলের জন্ম ২২ জুলাই, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে সেমিনারীতে প্রবেশ করেছিলেন এবং ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি ডিকন পদে অভিষিক্ত হন ও ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর প্রভু যিশু খ্রিস্টের যাজক পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। চার ভাই-বোনের মধ্যে ফাদার মার্টিন মণ্ডলের স্থান তৃতীয়। ফাদার মার্টিন মণ্ডল এই পৃথিবীতে থাকা-কালীন সময়ে পবিত্র বাইবেল এবং যিশুর বাক্যগুলোকে নিয়ে জীবন-যাপন করতেন এবং তার আধ্যাত্মিক প্রার্থনার জীবন খুবই দৃঢ় ছিল। তিনি আমাদের প্রায়ই পবিত্র বাইবেল পড়তে অনুপ্রেরণা দিতেন। তিনি আমাদের প্রায় সময়ই বলতেন- বাইবেলের বাক্য হলো স্বয়ং ঈশ্বরের বাক্য। যখনই তোমরা পবিত্র বাইবেল পড়বে তখন ঈশ্বরের সাথে কথা বলতে পারবে। বলা যায় যে, ফাদার মার্টিন মণ্ডল ঈশ্বরের বাক্যগুলোকে নিজের জীবনে গেঁথে রেখে সেইমতো পথ চলেছেন। সত্যিই ফাদার মার্টিন মণ্ডলের জীবন ছিল আলোকিত জীবন।

ফাদার মার্টিন মণ্ডলের জীবনের আদর্শ দিকগুলো এইভাবে তুলে ধরা যেতে পারে:

খ্রিস্টীয় নৈতিকতার ভিত্তি: ফাদার মার্টিন মণ্ডল খ্রিস্টীয় জীবনে যেমন বিশ্বস্ত ছিলেন তেমনিভাবে নৈতিক দিক দিয়ে তার তুলনা হয় না। তার নৈতিক দিকগুলো এরকম ছিল- তিনি হাসি-খুশি থাকতে পছন্দ করতেন, কাউকে ধমক দিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারতেন না, কিছুক্ষণ পরই তার সাথে হেসে কথা বলতেন এবং দুষ্টামিও করে থাকতেন। দেখা যায় যে, ফাদার মার্টিন মণ্ডল সবার সাথে মিশতে পছন্দ করতেন। তার চোখে সকল সেমিনারীয়ানই সমান; কেউ কম-বেশি নয়, সবাইকে সমান চোখে দেখতেন। তিনি নিয়ম-কানুনে থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি বাইবেল পাঠ, রোজারি প্রার্থনা এবং তার ব্যক্তিগত যেসব কাজগুলো ছিল তা নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন। ফাদার মার্টিন মণ্ডলের ধৈর্য ক্ষমতা অনেক ছিল। কারণ আমরা যখন প্রার্থনায় সঠিক সময়ে যেতে পারতাম না, কাজের জন্য একটু দেরি করে যেতাম, তখন তিনি ধৈর্য নিয়ে আমাদের সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতেন। ফাদার মার্টিন মণ্ডল আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, আর সেটি হলো, “কাজকে বলো আমার প্রার্থনা আছে, কিন্তু প্রার্থনাকে বলবে না যে আমার কাজ আছে।” তার এই কথাটি অনেক ক্ষেত্রেই যায় এবং এই কথাটি আসলেই তাৎপর্যপূর্ণ। ফাদার মার্টিন মণ্ডলের খ্রিস্টীয় জীবন এবং নৈতিকতার দিকটি অতুলনীয় ছিল।

খ্রিস্টের জন্য আত্মবলিদান: ফাদার মার্টিন মণ্ডল খ্রিস্টকে ভালোবেসে সেবা কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। ফাদার মার্টিন মণ্ডলের আহ্বান জীবনের যাত্রা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। বাবার হাত ধরেই গির্জায় যাওয়া শুরু করেন। তিনি খুব ছোট থাকতেই তার বাবার সাথে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতেন এবং বেদীর সেবক হতেন। মূলত তখন থেকেই তার মধ্যে যাজক হওয়ার সুন্দর বাসনা হৃদয়ে জেগে ওঠে। ফাদার মার্টিন মণ্ডলের পিসিমা সিস্টার রাফায়েল্লা তার আহ্বানকে খুব আদর, যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন করেছেন। ফাদার মার্টিন মণ্ডলের সেমিনারীর জীবন শুরু হয় শেলাবুনিয়ায় সেন্ট পলস্ বোর্ডিং-এ থাকাকালীন সময়ে ফাদার বের্ন্নাকীর বিশেষ যত্নে ও অনুপ্রেরণায়। ফাদার কার্লো রুবিনীর পরিচালনায় ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ৭ম শ্রেণিতে পড়ার সময় খুলনা সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। এইভাবেই তিনি আহ্বান জীবনে পা রাখেন এবং ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকেন। ফাদার মার্টিন মণ্ডল মেজর সেমিনারীতে যোগদান করেন ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে এবং মেজর সেমিনারীর পড়াশুনা শেষ করেন ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি রমনা ক্যাথিড্রালে বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি কর্তৃক ডিকন পদে অভিষিক্ত হন এবং ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর প্রভু যিশুখ্রিস্টের যাজক পদে অভিষিক্ত হন। এভাবেই ফাদার মার্টিন মণ্ডল প্রভু যিশুকে ভালোবেসে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আসলেই তিনি খ্রিস্ট প্রেমিক ছিলেন। ফাদার মার্টিন মণ্ডল খ্রিস্টীয় জীবনে বিশ্বস্ত থেকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন।

বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান: প্রিয় ফাদার মার্টিন মণ্ডল ঈশ্বরের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে তার সকল দায়িত্ব কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি ও দৃঢ় ভালোবাসা ছিল। ফাদার মার্টিন মণ্ডলকে প্রতিদিনই রোজারিমালা প্রার্থনা করতে দেখা যেত। তিনি অলসতাকে একদমই পছন্দ করতেন না। তাকে যখনই দেখতে পেতাম তিনি কোন না কোন কাজ নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। ফাদার মার্টিন মণ্ডল যখনই আমাদেরকে দেখতেন তখনই মুখে সুন্দর হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন- কী, কেমন আছ বা কেমন চলছে দিনকাল? কিন্তু তিনি এখন কেমন আছেন? আশা করি যেখানেই আছেন, সেখানে নিশ্চয়ই ভালো আছেন এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থেকে আমাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করছেন।

প্রকৃত বাহক: ঈশ্বরের বাণীর একজন প্রকৃত বাহক হলেন ফাদার মার্টিন মণ্ডল। তিনি বাইবেল পাঠ অনেক পছন্দ করতেন। একদিন কনফারেন্সে ফাদার মার্টিন মণ্ডল বাইবেল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বাইবেল পড়তে হলে আমাদের বাইবেল পাঠের ১০টি নিয়ম জানতে হবে। সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. বাইবেল পড়ার পূর্বে প্রার্থনা করা।

২. অলসতায় বাইবেল পড়া যাবে না।

৩. অমনোযোগী হওয়া যাবে না।

৪. বাইবেল পাঠ্য বইয়ের মতো পড়া যাবে না।

৫. অনিয়মিতভাবে বাইবেল পড়া যাবে না।

৬. ঈশ্বরের সাহায্য চাওয়া।

৭. নিজের খুশিমতো যেখান-সেখান থেকে পড়া যাবে না।

৮. বাইবেল বা ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে ধ্যান করা।

৯. অলৌকিক কাজে বিশ্বাস করা।

১০. বাইবেল পাঠ শেষে প্রার্থনা করে শেষ করতে হবে।

আমরা নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করি যে তিনি আমাদের সেমিনারীর সহকারী পরিচালক হিসেবে ছিলেন। ফাদার মার্টিন মণ্ডল ঈশ্বরের বাণীকে অন্তরে ধারণ করে তা আমাদের কাছে প্রচার করেছেন। বলা যেতে পারে, ফাদার মার্টিন মণ্ডল একজন আধ্যাত্মিক ও বাণীর প্রকৃত বাহক ছিলেন।

পরম পিতার রাজ্যে প্রবেশ: "যারা প্রভুতে ভরসা রাখে, তারা সিয়োন পর্বতের মতো, টলে না, স্থিতমূল থাকে চিরকাল *(সাম ১২৫)*।" ফাদার মার্টিন মণ্ডল প্রভুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা রেখে সিয়োন পর্বতের মতো স্থিতমূল থেকে তার কাজগুলো বিশ্বস্তভাবে করে গেছেন। তাকে যে সকল দায়িত্বগুলো দেওয়া হয়েছিল তা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। কিন্তু একটু আগেভাগেই আমরা সেই ফাদারকে চিরকালের জন্যে হারিয়ে ফেলেছি। আমরা জানি ও বিশ্বাস করি যে তিনি পরম পিতার সান্নিধ্যে রয়েছেন। ফাদার মার্টিন মণ্ডলের কিছু শারীরিক সমস্যা ছিল এবং অনেক বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তিত থাকতেন। ফাদার ১৬ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সন্ধ্যায় হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর ফাদারকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ভর্তি করানো হয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসা করানোর পরও তার শারীরিক উন্নতি হয়নি বরং অবনতির দিকে যায়। দীর্ঘ ৫৫দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ১০ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজের জীবন পরম পিতার কাছে সঁপে দেন। আমরা জানি ও বিশ্বাস করি আমাদের প্রিয় ফাদার মার্টিন মণ্ডল স্বর্গবাসী হয়েছেন এবং শান্তিতেই আছেন। আমরা বিশ্বাস করি তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। আমরা তার কাছে অনুনয় করি, তিনি যেন স্বর্গে থেকে আমাদের সকলের উপর তার আশীর্বাদ বর্ষণ করেন।

আমি গাব্রিয়েল বলছি

ড. অগাস্টিন ক্রুজ

(গাব্রিয়েল রোজারিও এর স্মরণে)

অনেকেই জানে
আমার দেহ বিয়োগ ঘটেছে
জীবনের বিধান
অনেকেই অনুধাবন করে না
এ জীবনের শেষ কথা আছে
কোন একটা অজানা মুহূর্তে
অকস্মাৎ দেহটা কীটের খাদ্য প্রয়োজনে
অনেকে সমাধিতে শোকাশ্রু ঝড়াবে
আমার যেমন হয়েছে।
এমন কি কথা ছিলো
অকস্মাৎ আমার যমদূত এসে
বলবে নিরবে নিশ্চুপে
এবার তোমার ডাক পড়েছে;
আমার বলার থাকেনি কিছুই
ডাক পড়েছে যে
এমনি করে ভাবিনি কোনদিন
আজি দেখি
আমি আছি আমার জন্মের আগে থেকেই আছি
আমার আত্মার অস্তিত্বে ঈশ্বরাত্মায় অভিন্নে
কথা যে আছে আমার অস্তিত্ব
ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বযোগে
আমার আমিত্ব বরণে
বেশ লাগে
আমি যে মৃত্যুহীন অসীম অনন্তের বাসিন্দা
মর্ত্যলোকে অভিযাত্রা শুধুই উপহার
স্বল্পীক মায়ালোক
দ্বন্দ্ব কোলাহল স্বার্থান্ধ ক্ষমতাদ্বন্দ্ব আমিত্ববোধ
সমন্বয়ে জীবনের বিধান
অখণ্ডনীয়ে কালে কালে মহকালে সাক্ষী স্তূপ
আজি বুঝেছি
আমার জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধিপূর্ণ ছিলো না
মিছে মিছে যেন সবই
অলীক রূপকথা কাব্যশ্লোক যেন
সবই মানস ব্যধি ফসল
আপনারে জড়িয়ে বৈশ্বিক লীলাখেলা মাঝে
সেথা আমার পরিচয় খুঁজে পাইনি আমি
ভালোবাসা দিতে পারিনি যেন কিছুই
আমার স্বজনকে পরজনকে
ভালোবাসা নিতে পারিনি চেয়েছিলাম যতটুকু
কিসে যেন ভৌতিক বাঁধ বেঁধেছিলো
অজ্ঞানতা নির্বোধিতা স্বার্থপরতা
অহংবোধ আমিত্ববোধ
ক্ষমতাদ্বন্দ্ব যেমনি চলে মায়ালোকে
কালে কালে মহাকালে পরাজয়ে
ধ্বংসের উপকরণ
আমি ব্যতিক্রমী নহি কিছুই
আপসোস নেই বিরাগ নেই আর কিছুতে
ফেলে এসেছি যে সব
সমাধি দিয়ে
আমার অভিযোগ অভিমান সবই
আপসোস এই বিরাগ এই শুধু
আমার শিখাকে আমার অর্ধাঙ্গীনিকে
রেখে এলাম বড় একা বড়ই একাকিত্বে
বড় শূন্যতায়
পাশের বালিশটা থাকবে শুধু আমি নাই
সান্ত্বনা হীনে বড় অসহায়ে
বুঝেছি আজি দেহবিয়োগে
আমার অস্তিত্ব আছে
আমার অদেহী আত্মা বর্ণনাতীত
স্রষ্টা নামে যার পরিচয় অদেহী তেমনি
শুধুই অগোচরে আমার শিখার গায়ে
স্পর্শ করে বলেছিদেখা হবে
শাস্ত্রবাণী জুড়ে যে স্বর্গের কথা আছে সেখানে
এ যে জীবনের বিধান
সে দয়াশীল ঈশ্বর আমার অপেক্ষায় আছে
বিশ্বাস ভরসায়
পাপ-পুণ্যে গুণাগুণ বিচারাধীনে নহে
শুধু আর ক'টাদিন আমার গ্রামের বাড়ী
বিচরণ মোহ আছে
যেখানে আমার শৈশব কেটেছে
মায়ের বাবার আদর মিলেছে
সঙ্গীসনে বনে মাঠে ঘাটে আমার অতীত
সেখানেই ক'টাদিন অবস্থান হবে
ইচ্ছে হয় বড়
যদি সুযোগ থাকে
আমার স্রষ্টার অনুমতি সাপেক্ষে
স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যলোকে ভ্রমণে আসবো কখনো
অদেহী স্বভাবে
ঈশ্বর তুল্যে
যে ঈশ্বরকে অনেকে
অদেহী রূপেই জানে
শেষ কথায় বলি
ভেবো না বন্ধুগণ
আমার মানস ভূবনে
কালো মেঘ ঘটায়ে
বজ্রাঘাতে আমাকে হত্যা ঘটিয়েছে কেহ
আমার মতোই আমার হাসি মুখ আছে।

আলোচিত সংবাদ

সাফজয়ী নারী ফুটবল দলকে সংবর্ধনা

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪ জয়ী নারী ফুটবল দলকে সংবর্ধনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গত শনিবার বেলা ১১টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় তাদের এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার দেশে ফিরে সাফ জয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। ঐ দিন প্রধান উপদেষ্টার পাশাপাশি তাদের অভিনন্দন জানান যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভুঁইয়া এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) নব নির্বাচিত সভাপতি তাবিথ।

এর আগে ঢাকার বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে ছাদখেলা বাসে করে বাফুফে ভবনে নেয়া হয়। উল্লেখ্য, গত ৩০ অক্টোবর নেপালের দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে স্বাগতিক নেপালকে ২-১ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো সাফ চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে গত ৪ নভেম্বর, সোমবার থেকে। অনলাইনের আবেদন ও নির্দিষ্ট ফি পরিশোধ করতে পারবেন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এ- সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনের জন্য https://admission.eis.du.ac.bd লিংক এ প্রবেশ করতে হবে শিক্ষার্থীদের। ২০১৯ থেকে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাধ্যমিক বা সমমান এবং ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ইউনিটে ভর্তির জন্য নির্ধারিত শর্ত পূরণ করবেন, কেবল তারাই ২০২৪-২০২৫ খ্রিস্টাব্দে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। সে হিসেবে দ্বিতীয়বার ভর্তির সুযোগ থাকছে না।

তথ্যসূত্র: *প্রথম আলো (https://www.prothomalo.com/education/admission/hwua9gb6wr)*

এক হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ একীভূত হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের এই দুই বিভাগের আওতায় মোট ১০টি দপ্তর রয়েছে। গত রোববার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'জননিরাপত্তা বিভাগ' ও 'সুরক্ষা সেবা বিভাগ' দুইটির কাজের ব্যাপকতা, অধিকতর সমন্বয়, গতিশীলতা আনয়ন ও গুরুত্ব বিবেচনা করে জনস্বার্থে একত্রীকরণে প্রধান উপদেষ্টা অনুশাসন প্রদান করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বর্তমানে জননিরাপত্তা বিভাগের আওতায় পুলিশ অধিদপ্তর, বিজিবি, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা ও টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার রয়েছে।

অন্যদিকে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় রয়েছে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, কারা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

তথ্যসূত্র: *যুগান্তর (https://www.jugantor.com/national/873820)*

১৪ হাসপাতালের নাম পরিবর্তন

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটসহ ১৪ মেডিকেল, ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। রোববার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এম এ আকমল হোসেন আজাদের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

পরিবর্তন করা নামগুলো হলো:

ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি, ফরিদপুরের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, গোপালগঞ্জের গোপালগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইলের টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ এ নতুন নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ন্যাশনাল গ্যাস্ট্রেলিভার ইনস্টিউট, গোপালগঞ্জ ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ ট্রমা সেন্টার, সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল নামে পরিবর্তন করা হয়েছে।

এছাড়াও খুলনার খুলনা বিশেষায়িত হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জের দলদিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জে মানিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও দিনাজপুরে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নামকরণ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: *মানবজমিন (https://mzamin.com/news.php?news=134400)*

মার্কিন নির্বাচনে বাংলা ব্যালট পেপার

যুক্তরাষ্ট্রের এবারের নির্বাচনে নিউইয়ং অঙ্গরাজ্যের ব্যালট পেপারে ইংরেজির পাশাপাশি চারটি বিদেশি ভাষার অন্যতম হিসেবে স্থান করে নিয়েছে বাংলা। সংবাদ সংস্থা পিপিআইয়ের খবর অনুযায়ী, নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের ব্যালট পেপারে অন্য ভাষার সঙ্গে রয়েছে বাংলাও। এশীয়-ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলায় প্রথম ছাপা হলো নিউইয়র্কের ব্যালট পেপারে।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থা বোর্ড অব ইলেকশন্সের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য শাখার নির্বাহী পরিচালক মাইকেল জে রায়ান সোমবার (৫ নভেম্বর) এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন।

নিউইয়র্কের প্রধান শহর নিউইয়র্ক সিটিতে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে রায়ান বলেন, অভিবাসী ভোটারদের সুবিধার জন্য ব্যালট পেপারে ইংরেজির পাশাপাশি চার ভাষা অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড অব ইলকশন্স নিউইয়র্ক শাখা। এই ভাষাগুলো হলো চীনা, কোরীয় ও বাংলা।

তথ্যসূত্র: *প্রতিদিনের সংবাদ (https://www.protidinersangbad.com/international/483735)*

ট্রাম্পের জয় ৯৫ শতাংশ নিশ্চিত: নিউইয়র্ক টাইমস

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শুরুতে কমলা হ্যারিসের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম্পের কাছাকাছি চলেন কমলা। যদিও এ মুহূর্তে ট্রাম্পই যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, সিনেট ইতোমধ্যে ট্রাম্পের দখলে চলে গেছে, প্রতিনিধি সভাতেও এগিয়ে রিপাবলিকানরা। পাশাপাশি সাতটি সুইং স্টেটের মধ্যে দুটিতে জয়ী হয়ে ট্রাম্পের শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত উঠেছে।

এমন আবহে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস পূর্বাভাস দিয়েছে, আবারও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের জয়লাভ ৯৫ শতাংশ নিশ্চিত।

সংবাদ মাধ্যমটির চূড়ান্ত পূর্বাভাস, ভোট গণনা শেষে ট্রাম্প পাবেন ৩০২টি ইলেক্টোরাল ভোট। কমলা ইলেক্টোরাল ভোট পাবেন ২৩২টি।

তবে কাতারভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আল জাজিরার সর্বশেষ (বাংলাদেশ সময় দুপুর ১টা ১১ পর্যন্ত) আপডেট বলছে, এখন পর্যন্ত ট্রাম্প পেয়েছেন ২৭০ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট। ২১৪ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পেয়েছেন ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিস।

যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে প্রার্থীকে ইলেক্টোরাল ভোটে নূন্যতম ২৭০ ভোট পেতে হবে। সেই পথে আর মাত্র ২২টি বাকি ট্রাম্পের।

তথ্যসূত্র: *যুগান্তর (https://www.jugantor.com/national/873820)*

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

দুই সেমিনারীয়ানের স্থলে নিজেই অপহৃত হতে ইচ্ছুক সেমিনারীর পরিচালক

গত ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় নাইজেরিয়ার অচি ধর্মপ্রদেশে অবস্থিত মাইনর সেমিনারীতে সেমিনারীয়ান ও পরিচালকগণ যখন সন্ধ্যা প্রার্থনা ও বেনেডিকশন করছিলেন তখন একদল বন্দুকধারী তাদের আক্রমণ করে। বন্দুকধারীরা সেমিনারীর পরিচালক ফাদার টমাস ওয়োডকে জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেমিনারীর এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত সহকারী পরিচালক ও সেমিনারীয়ানদের আপাতত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে বলে ভাতিকান নিউজকে জানান অচি ধর্মপ্রদেশের যোগাযোগ পরিচালক ফাদার পিটার এজিলেওয়া।

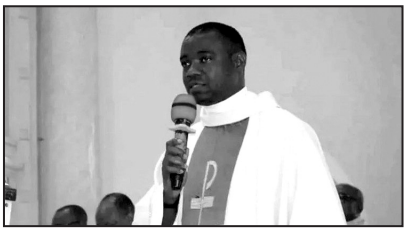

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ফিদেজ এজেনসিয়াকে জানায়, হামলাকারীরা সেমিনারীতে প্রবেশ ঘরে ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে থাকে এবং একসময় স্কুল থেকে দু'জন ছেলেকে অপহরণ করে। সেমিনারীর পরিচালক ফাদার ওয়োড সেমিনারীর প্রাঙ্গণে এসে হামলাকারীদের মুখোমুখি হন এবং বন্দুকধারীদের অনুরোধ করেন সেমিনারীয়ানদের মুক্ত করে তারা যেন তাকে অপহরণ করে। অপহরণকারীরা তাতে রাজি হয় এবং ফাদার ওয়োডকে টেনে জঙ্গলে নিয়ে যায়।

২০০৬ খ্রিস্টাব্দে অচির বিশপ ড. গাব্রিয়েল দুনিয়া দ্য ইম্মাকূলেট মাইনর সেমিনারী প্রতিষ্ঠা করেন কিশোরদেরকে গঠন দিতে। যাতে করে পরবর্তী সময়ে এই যুবকেরা যাজকীয় গঠন জীবন শুরু করতে পারে।

অকাথলিক থেকে ইথিওপিয়ায় প্রথম কাথলিক কনভেন্টের প্রতিষ্ঠাত্রী

আমি একজন ইথিওপিয়ান কাথলিক সন্ন্যাসব্রতিনী হতে চাই-এই প্রত্যয়ী ঘোষণার মধ্যদিয়ে সিস্টার এমাহয় হারেগেউইন ইথিওপিয়ায় কাথলিক মণ্ডলীতে হলি ট্রিনিটি বেনেডিকটাইন নামে প্রথম কনভেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন। কনভেন্টের সদস্যরা প্রতিষ্ঠানটির নাম দিয়েছে 'এমাহয়', এমহারিক এই শব্দটির অর্থ হলো 'মা'। এই উপাধিটি এই বিশ্বাস তুলে ধরে যে, সকল নারীই মা; কেউ দেহগতভাবে আবার যারা ব্রতধারিণী সিস্টারদের মতো জীবন নিবেদন করেছেন তারা আধ্যাত্মিকভাবে সকলের মা হয়ে ওঠেন।

ঔপাসনিক অনুপ্রেরণা থেকে মঠের নেতৃত্বদানে: ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবাতে জন্মগ্রহণকারী এমাহয়, লাইসি গেব্রেমারিয়াম ফ্রেঞ্চ স্কুলে পড়াশুনা করেন, যেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার সাথে তিনি পরিচিত হন। ১৬ বছর বয়সে একজন কাথলিক বন্ধুর সাথে এমাহয় প্রথমবারের মতো পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে সাধু ফ্রান্সিসের ধর্মপল্লীতে। ঐদিনের উপাসনা তাকে দারুণভাবে আলোড়িত করে এবং খ্রিস্টের সাথে তার সম্পর্ক আরো দৃঢ় করার চেতনা প্রজ্জলিত করে। অর্থডক্স হওয়া সত্ত্বেও এমাহয় কাথ লিক ধর্মবোধে আকৃষ্ট হয় এবং নিয়মিতভাবে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করা শুরু করে। ধীরে ধীরে তার ব্রতধারী সিস্টার হবার ইচ্ছা দৃঢ় হতে থাকে। সাধু ফ্রান্সিসের একটি প্রতিকৃতি দেখে তার বিশ্বাস ও আহ্বানের দৃঢ়তা আরো শক্ত হতে থাকে। প্রার্থনা এবং আধ্যাত্মিক পরামর্শ নিয়ে এমাহয় হারেগেউইন তার জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো কাটানোর সাধনা করতে থাকেন এবং সাধু চার্লস দ্যা ফুক্যোদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত লিটল সিস্টারস্ অফ যিজাস সংঘে যোগদান করেন। তিনি তার আধ্যাত্মিক অন্বেষা নিবারণ করতে নাইজেরিয়া, কেনিয়া, মিশর, ফ্রান্স ও ইতালিতে ধর্মীয় গঠন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

২০০৭ খ্রিস্টাব্দে যখন ইথিওপিয়ান সন্ন্যাস ঐতিহ্যের উপর একটি সেমিনারে অংশ নেন এমাহয়, তখন তিনি অনুভব করেন অন্বেষণরত প্রশ্নের উত্তর তিনি পাচ্ছেন। ঐ মুহূর্তটিতেই তিনি ইথিওপিয়ার অনন্য আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কাথলিক কনভেন্ট প্রতিষ্ঠা করার সূচনার যাত্রা শুরু করেন। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে 'হলি ট্রিনিটি বেনেডিকটাইন কনভেন্ট' প্রতিষ্ঠা করার মধ্যদিয়ে তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। ফ্রান্সে থাকাকালীন সময়ে সিস্টার এমাহয় তার অবসর সময়ে হাতে তৈরিকৃত স্যুভেনির সমূহ বেনেডিক্টাইনদের সহায়তায় বিক্রি করে যে অর্থ সংগ্রহ করেন তা দিয়ে আদ্দিস আবাবাতে একটি ছোট ঘর ক্রয় করেন। পরবর্তীতে ফ্রান্স বেনেডিক্টাইনদেও সহায়তায় রাজধানী থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে হলেতাতে একটি জায়গা পান। আদ্দিস আবাবার আর্চবিশপ ও ইথিওপিয়ার কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সভাপতি কার্ডিনাল বারহানিসাস সোরাফিয়েলের আশীর্বাদ ও অনুমোদনে, সিস্টার এমাহয় কনভেন্ট প্রতিষ্ঠার বিশেষ অনুমোদন লাভ করেন। একইসাথে নতুন পোষাক ও স্থানীয় ভাষায় প্রার্থনা করারও বিশেষ অনুমোদন পান। অবশেষে তিনি অনুভব করেন যে, তার উৎসর্গীকৃত জীবনের যাত্রায় যে শূন্যতা ছিল তা তিন আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

মঠবাসী জীবন ও পবিত্রতার আহ্বান: সিস্টার এমাহয় কনভেন্টকে এমন একটি স্থান হিসেবে দেখতে চান যেখানে খ্রিস্টভক্তরা তাদের স্থানীয় ভাষায় প্রার্থনা, ধ্যান এবং আধ্যাত্মিক পরামর্শে সন্ন্যাসিনীদের সাথে যোগ দিতে পারেন। কনভেন্ট এমন একটি স্থান হবে যেখানে বিশ্বাস ও সংঘবদ্ধ জীবন একসাথে বৃদ্ধি পাবে এবং পরস্পর ও ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। বিবাহিত দম্পতিদের তিনি বেশি সন্তান নিতে এবং পরিবারে প্রার্থনাশীল পরিবেশ রচনা করতে আহ্বান করতেন। যাতে করে সন্তানেরা প্রার্থনায় ও ঈশ্বরের নির্দেশনায় সময় ব্যয় করে তাদের জীবনাহ্বান নির্ধারণ করতে পারেন।

কার্ডিনাল বারহানিসাস সোরাফিয়েলের সাথে এমাহয় চ্যাপেল উদ্বোধনের সময়

ইতালির নেপলস'র আর্চবিশপ বাত্তালিয়াকে কার্ডিনাল কন্সিসটরিতে যুক্ত করেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস

গত সোমবার বিকালে ভাতিকানের প্রেস অফিসের মুখপাত্র মাত্তেয় ব্রুনি জানান, ৭ ডিসেম্বর হতে যাওয়া আসন্ন কার্ডিনাল কন্সিসটরিতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ইতালির নেপলস এর আর্চবিশপ দমেনিকো বাত্তাগ্লিয়ার নাম অর্ন্তভূক্ত করেছেন। অক্টোবরের ৬ তারিখে ঘোষিত কার্ডিনালের তালিকায় সংখ্যা ছিল ২১ জনের। কিন্তু ২০ অক্টোবর ঘোষিত কার্ডিনাল ইন্দোনেশিয়ার বিশপ পাস্কালিস ব্রুনো যাজকীয় জীবনে আরো বৃদ্ধি পেতে ও তা গভীরভাবে অনুশীলনের সুযোগ লাভের বাসনায় কার্ডিনাল সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে পোপ মহোদয় তা গ্রহণ করেন। আর্চবিশপ দমেনিকো কে গ্রহণের মধ্যদিয়ে সে সংখ্যা আবার ২১এ উন্নীত হলো।

কার্ডিনাল মনোনীত আর্চবিশপ দমেনিকো সবার কাছে ডন মিম্মো নামে পরিচিত যিনি ইতালিতে পালকীয় কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। তিনি 'রাস্তার যাজক/ street priest' নামেও পরিচিত যিনি মাদকাসক্ত যুবকদের সেবায় রত। সিনড অব সিনোডালিটির সদস্যদের সাথে দু'টি সেশনে অংশ নিতে পোপ মহোদয় তাকে ডেকে নেন। আর্চবিশপ দমিনেকো দক্ষিণ ইতালির কালাব্রিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ৬১ বছর বয়সী আর্চবিশপ দমেনিকো নেপলসের আর্চবিশপ হবার আগে কব্রেতো সান্নিতা-তেলেজে সান্তাগাথা দে গতি ধর্মপ্রদেশে বিশপ হিসেবে সেবা দেন। তিনি ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে যাজক অভিষেক লাভ করেন। পরে তিনি পালক পুরোহিত, সেমিনারীর রেক্টর ও ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন অফিসের পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন তিনি বিশপ হিসেবে মনোনীত হন এবং ২ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে বিশপ হিসেবে অভিষিক্ত হন। আর্চবিশপ দমেনিকো বাত্তাগ্লিয়ার দরিদ্র ও প্রান্তিকজনের পাশে দাঁড়ানোর কথা সকলের কাছেই সমাদৃত।

তথ্যসূত্র : news.va

উপলব্ধি

সিমকী রোজারিও

ছোটো ছোটো হাত দু'খানা জড়ো করে, নতজানু হয়ে ডেকে চলেছে বালিকা। প্রভু আমায় তুমি ঘর দেখিয়ে দাও, যে ঘরে আছে এমন একটা বাবা যে কোনো নেশা করে না। মাকে বকাঝকা করে না। নিজের মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করে মা মা বলে জড়িয়ে ধরে। হঠাৎ মন্দিরের সব জানালা বন্ধ হয়ে যায়। দরজাটা বন্ধ হওয়ার আগে মাথা উঁচু করে মেয়েটি বলে, দরজা খুলে রাখো। প্রভুর সাথে কথা শেষ হয়নি। মন্দিরের প্রহরী বালিকার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, খুকী সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আজ বাড়ি চলে যাও কাল আবার এসো প্রভু সব সময় তোমার সাথে আছে। বালিকা কেঁদে কেঁদে হাত জোর করে বলে, আজ বাড়ি গেলে আবার হৈচৈ, চিৎকারের শব্দ। প্রভু তোমার ঘরে আমায় একটু জায়গা করে দাও। ফিরে গেলেই আবার বুক ফাটা কান্নার আওয়াজ। মাকে কাঁদতে দেখার চেয়ে পথে পড়ে থাকা অনেক ভালো। বালিকার প্রতি মমতায় ভরে ওঠে প্রহরীর মন। মন্দিরের পুরোহিতকে বালিকার বিষয়ে অবহিত করে। পুরোহিত সব কথা জেনে বালিকার নিকটে এসে মাথায় হাত রেখে বলে, প্রভু তোমার সব কথা শুনেছেন। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। তোমার বিশ্বাসই, তোমার বাবা কে ভালো মানুষ করে দিবে। পুরোহিত সেদিনই বালিকাটির বাবাকে ডেকে মন পরিবর্তনের আরাধনায় ভালো আর মন্দের বেড়াজালের মাঝখানে বসিয়ে প্রভুর দেখানোর পথ আর শয়তানের পথে চলার পরিণতি বোঝাতে থাকে। বেশ কিছুদিন মেয়েটির বাবাকে বোঝানোর পর পুরোহিত তাকে মণ্ডলীর কাজে নিযুক্ত রাখেন। কবরস্থানের তদারকির দায়িত্ব দিয়ে তার মন পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। মেয়েটির বাবা কবর তদারকি করতে গিয়ে অনুভব করেন আপনজন হারানোর বেদনা। মানুষের কান্নার শব্দগুলো তার ভিতরের শয়তানকে তাড়িয়ে একজন দয়ালু মানুষ রূপে তৈরি করে। মেয়েটির বাবা যখন নিজের মেয়ের কাছে গিয়ে 'মা' বলে ডাক দেয়, মেয়েটি তখন ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বাবা কে জড়িয়ে ধরে। তাদের পরিবারে ফিরে আসে শান্তি আর ভালোবাসা। মেয়েটি প্রভুর কাছে নতজানু হয়ে ধন্যবাদ জানায়।

গল্পটি বাস্তবতার সম্মুখীন চিত্র থেকে তুলে ধরা হয়েছে। খ্রিস্টান সমাজে মদের নেশা ছড়িয়ে পড়ার কারণে যুবক যুবতীরা পারিবারিক ভালো গঠন ও শিক্ষা পায় না। বাবা, মায়ের মাঝে দূরুত্ব আর অশান্তি দেখে তারা ও একটু শান্তির ছোঁয়া পেতে ভুল সম্পর্কে জড়িয়ে নেশার ছোবলে নিজের জীবনটাকে শেষ করে দিচ্ছে। আগামী প্রজন্মকে সুস্থ ও নিরাপদে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পারিবারিক বন্ধন, ভালোবাসা ও বিনোদনমূলক পরিবেশ তৈরি করা উচিত। তাহলে ছেলে মেয়েদের মাঝে কোনো রকম খারাপ নেশা প্রবেশ করতে পারবে না।

শেষ বিদায়

তৃণা ক্রুশ

এই মাটির দেহ শেষ হবে
জগত নামের ছোট্ট ভবেতে
সেদিন সবাই আসবে দেখতে
যেদিন দম ফুরাবে এই দেহে
শেষ বিদায় জানাবে দুনিয়াতে।

বন্ধু স্বজন আপন আছে যারা
দেখতে ছুটে আসবে তারা
হাসি ছাড়া অশ্রু ভরা চোখে
দেখবে আমায় উজার করে
বলবে বিদায় চোখের জলে।

কাঁদবে কেউ মনে মনে
কেউবা আবার চিৎকার করে
কেউবা থাকবে পাথর হয়ে
অচেতনে সব কান্না ভুলে গিয়ে
ঠোঁট নাড়িয়ে বিদায় দিবে।

দু'দিনের এই খেলার ভবে
কি লাভ বলো হিংসা স্বার্থে
কোন কিছু যাবে কারো সাথে
পড়ে রবে সব এই ত্রিভূবনে
দিবে শুধু শেষ বিদায়।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

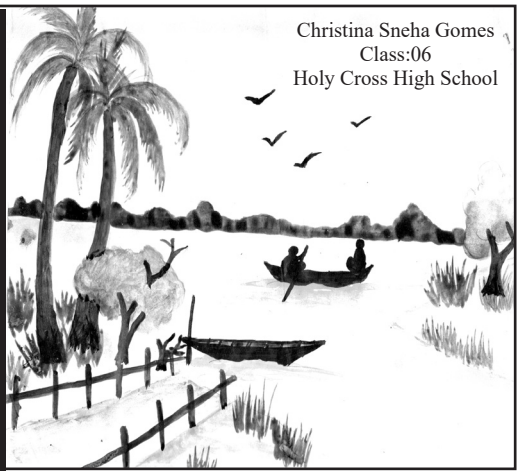

Christina Sneha Gomes
Class:06
Holy Cross High School

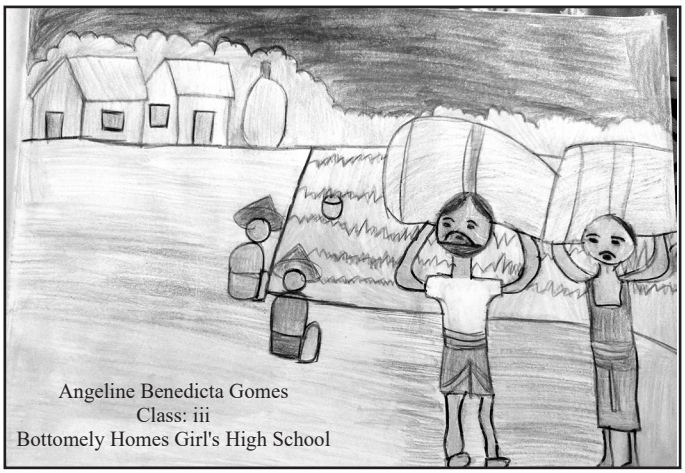

Angeline Benedicta Gomes
Class: iii
Bottomely Homes Girl's High School

খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স ২০২৪

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ: বিগত ৬-১০ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ সিবিসিবি সেন্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বাংলাদেশের সকল ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত ৫২জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে অনুষ্ঠিত হল খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণটির মূলসুর ছিল: "তারা যেন এক হয়।"

৬ তারিখ রোববার সন্ধ্যা প্রার্থনা ও আহারের পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক পরিচয় প্রদান; এ সময় সকলকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের মাননীয় সভাপতি আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি এবং স্বাগত ও শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেন বিশপীয় সংলাপ কশিনের নির্বাহী সচিব ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। এরপর মহোদয় এবং প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশের প্রতিনিধিগণ মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে আর্চবিশপ মহোদয় সবাইকে শুভেচ্ছা-স্বাগতম জানিয়ে প্রশিক্ষণটির মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরেন। প্রশিক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রশিক্ষণটির সার্বিক সফলতা কামনা ক'রে আর্চবিশপ মহোদয় এই জাতীয় প্রশিক্ষণটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

প্রশিক্ষণে মূলসুর ভিত্তিক যে-সকল বিষয় উপস্থাপনা দেওয়া হয় তা হল: আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য তথা খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা (ফাদার প্যাট্রিক গমেজ) এবং বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় ঐক্য এর পরিবেশ ও বাস্তবতা (ফাদার কাকন লুক কোড়াইয়া); মণ্ডলীর মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদের ঐতিহাসিক পটভূমি (ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু); বিভিন্ন মণ্ডলীগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক পটভূমি (মি: মানিক উইলভার ডি'কস্তা); দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা ও মহাসভা-উত্তর খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টা; প্রাচ্য ও এশিয় মণ্ডলীগুলোর ধারণা (ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ক্রুজ); বিভিন্ন মণ্ডলীর উপাসনা ও সাক্রামেন্তীয় জীবন (ফাদার ইউজিন আঞ্জুস সিএসসি); মাণ্ডলিক আইনে মিশ্রবিবাহ (ফাদার প্রশান্ত থিয়োটনিয়াস বিবেরু); কাথলিক ও অন্যান্য মণ্ডলীর মধ্যে মিল ও পার্থক্য (ফাদার শিমন প্যাট্রিক গমেজ); আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য: জীবন সহভাগিতা (ফাদার সিমন হাচ্ছা/ সিস্টার রেবা ডি'কস্তা আরএনডিএম ও মি: ফ্রান্সিস প্রেমানন্দ বিশ্বাস); খ্রিস্টীয় ঐক্য তথা আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য মূল সুরের উপর প্যানেল সেশন (ফাদার মিণ্টু লরেন্স পালমা ও মি: আম্ব্রোজ গোমেজ)।

৮ তারিখ বিকেলে মিরপুরে অবস্থিত চার্চ অফ বাংলাদেশের উপাসনালয়ে আন্তঃমাণ্ডলিক প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, ফাদার প্যাট্রিক গমেজ, অন্যান্য যাজকসহ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

প্রশিক্ষণ চলাকালে সহার্পিত খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি। সমাপনী খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'র পৌরহিত্যে পুণ্যপিতার প্রতিনিধি আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল এর উপদেশবাণীর মূল ধ্যানটি ছিল "প্রভুর প্রার্থনা'র উপর। ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সুসম্পর্ক ঈশ্বরের সাথে এবং প্রতিবেশির সাথে।

খ্রিস্টযাগের পরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে পোপের প্রতিনিধিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন আর্চবিশপ মহোদয়। এরপর সবার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, অন্যান্য মণ্ডলীর ভাইবোনদের কাছে যাওয়া তার একটি পালকীয় কাজ। খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ে বাংলাদেশের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রবুদ্ধ করার জন্য তিনি কমিশনের সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান।

পরিশেষে আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি সবার হয়ে পুণ্যপিতার প্রতিনিধি আর্চবিশপ কেভিন রান্ডালকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সবার শেষে পোপের প্রতিনিধির সাথে ফটো সেশন ও উন্মুক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় এবারের খ্রীষ্টিয় ঐক্যের উপর জাতীয় প্রশিক্ষণটি।

সিলেট ধর্মপ্রদেশীয় ১৩তম পালকীয় সম্মেলন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক: গত ৩ থেকে ৫ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ সিলেট ধর্মপ্রদেশের ১৩ তম পালকীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "বিশ্বাসী পরিবার অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী"। ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার এবং মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ ও ভক্তজনেরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম দিনে সম্মেলনের উদ্বোধন এবং লোগো উন্মোচন করা হয়। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। উপস্থিত ছিলেন ভিকার জেনারেল ফাদার ব্রাইন চঞ্চল গমেজ এবং কারিতাস সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক বনিফাস খংলা।

উদ্বোধনী অধিবেশনে, বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এবং সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, "আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি, তারা সবাই স্থানীয় মণ্ডলীর দায়িত্বে রয়েছি। বিগত দুই বছরে আমরা বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছি, বিশেষ করে কিভাবে বিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি করা যায় এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের গুণগত শিক্ষা দেওয়া যায়।"

ফাদার আলবিন গমেজ ও সিস্টার বেনিডিক্টা এসএমআরএ ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ গঠনের উপর সহভাগিতা রাখেন। ফাদার আলবিন গমেজ তুলে ধরেন, ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের মূল লক্ষ্য এবং ধর্মপল্লীর ভেতরে গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষকে পরস্পরের প্রতি সাহায্য করতে উদ্বুদ্ধ করা। সিস্টার বেনিডিক্টা এসএমআরএ, ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের নেতৃত্ব এবং প্রার্থনাশীল পরিবেশ গঠনের ওপর জোর দেন, যেখানে প্রতিবেশীরা খ্রিস্টীয় শিক্ষা ও সেবার মাধ্যমে তাদের জীবন সমৃদ্ধ করতে পারে।

দ্বিতীয় দিন কমিশনের বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। বিশপ মহোদয় বলেন, "সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্যই কমিশনসমূহ, আমরা যেন বিচ্ছিন্ন না হই, এই কমিশনের মাধ্যমে যুক্ত থাকি।"

সম্মেলনের শেষ দিনেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ধর্মপল্লীভিত্তিক পাইলট কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ভিএসডিবি সিস্টারগণ তাদের বার্ষিক পালকীয় কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

তৃতীয় দিনে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে মাননীয় বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজের পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে।

প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত প্রদান

ফাদার শিশির কোড়াইয়া: গত ২২ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, ভাটারা ঐশ করুণা ধর্মপল্লীর ৫৬ জন ছেলেমেয়েকে প্রথমবারের মত পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে সকাল ৯.৩০ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়া, চ্যান্সেলর, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফাদার শীতল কস্তা, পাল-পুরোহিত, ফাদার রিপন রোজারিও ওএমআই, ফাদার এলিয়াস ও সামুয়েল টিওআর সহ অন্যান্য ফাদারগণ। পবিত্র খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্যকারী ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া তার সহভাগিতায়। প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন- আজ তোমাদের জন্য একটি বিশেষ দিন, এই পবিত্র খ্রিস্টযাগ বিশেষ একটি খ্রিস্টযাগ। আমাদের জীবন সংস্কারীয় জীবন। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমাদের এ জীবন চলমান। ঈশ্বর আমাদেরকে ভালোবাসেন যেন আমরা স্বর্গে যেতে পারি। তাই আমাদেরকে পবিত্র জীবনযাপন করতে হবে। যিশু যেমন আমাদের ভালোবাসেন তেমনি আমরাও পরস্পরকে ভালোবাসি। পবিত্র খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার শীতল কস্তা সবাইকে সকল কিছু'র জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারী ছেলে-মেয়েদের নিকট দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাদেরকে সার্টিফিকেট, উপহার এবং টিফিন প্রদানের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রমের সমাপ্তি টানেন।

জপমালা রাণী মাসের সমাপনী উপলক্ষে মুশরইল ধর্মপল্লীতে বিশেষ খ্রিস্টযাগ

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও: গত ৩১ শে অক্টোবর জপামালা রাণীর মাসের সমাপণী উপলক্ষে মুশরইল সাধু পিতরের ধর্মপল্লীতে বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠান ও খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন বিকাল ৪ টায় বিভিন্ন গ্রাম থেকে খ্রিস্টভক্তগণ একত্রিত হয়ে নিজেদের পরিবারের মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে জপমালা প্রার্থনা সহযোগে ধর্মপল্লীতে আসেন। মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার সুনীল রোজারিও এবং তাকে সহায়তা করেন ধর্মপল্লীর পাল- পুরোহিত ও সেমিনারীর ফাদারদ্বয়। খ্রিস্টযাগের শুরুতে কুমারী মারীয়ার প্রতিকৃতিতে ধূপারতি, মাল্যদান এবং প্রতি পরিবার থেকে আনা মা মারীয়ার মূর্তি আশীবাদ করা হয়।

খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণীতে ফাদার সুনীল রোজারিও বলেন, "উনবিংশ শতাব্দী থেকে পোপগণ মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি নিবেদনের জন্য ভক্ত মণ্ডলীকে উৎসাহিত করেন। তখন থেকে কাথলিক মণ্ডলীতে মারীয়ার প্রতি ভক্তি, রোজারিমালা ঐতিহ্য হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। তাই লক্ষ্য করলে দেখা যায় পৃথিবীতে যত গির্জাঘর নির্মিত হয়েছে তার ৬০ ভাগ মা- মারীয়ার নামে উৎসর্গীকৃত।"

খ্রিস্টযাগের শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার প্রশান্ত সকলকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

জপমালা রাণী মা মারীয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

সিস্টার কিমি লিউয়েন গমেজ: প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জপমালা রাণী মা মারীয়ার মাসে সৈয়দপুর ধর্মপল্লীর প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবারে দৈনিক জপমালা প্রার্থনা এবং পাড়া ভিত্তিক খ্রিস্টযাগের আয়োজন করা হয়। খ্রিস্টভক্তগণ অতি আগ্রহ, আনন্দ ও ভক্তিসহকারে এতে অংশগ্রহণ করেন। মাসের শেষ দিন ৩১ অক্টোবর, রোজ বৃহস্পতিবার ধর্মপল্লীর গীর্জায় মহাসমারোহে রোজারিমালা প্রার্থনা এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা অনুষ্ঠানের শুরুতেই খ্রিস্টভক্তগণ মা মারীয়ার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রার মাধ্যমে ভক্তিমূলক গান গেয়ে গীর্জায় প্রবেশ করেন। ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার যোসেফ মূর্মূ তার মূল্যবান সহভাগিতায় বলেন,"মা মারীয়া যেমনি ভাবে যিশুর পাশে সব সময় ছিলেন, ঠিক তেমনি তিনি আমাদের সাথে প্রতিদিন যাত্রা করেন। তাই আমাদের উচিত তাঁর যোগ্য সন্তান হয়ে ওঠা।" খ্রিস্টযাগের শেষে পাল পুরোহিত সবার উপস্থিতি এবং স্বর্গীয় মায়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং আশীর্বাদিত বিস্কুট প্রদান করেন।

বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরামের নির্বাচন ও নতুন কমিটি গঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা: ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরামের ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ১ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে মাদার তেরেজা ভবন, তেজগাঁও-এ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০২৪-২০২৭ মেয়াদে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নতুন কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অমল মিল্টন রোজারিও ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন রক রোনাল্ড রোজারিও। এছাড়াও নবগঠিত কমিটিতে সহসভাপতি পদে পিউস ছেড়াও ও হেলেন কাপালি, সহ সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন জেনীভিয়েভ রোজারিও, কোষাধ্যক্ষ হিমেল রোজারিও, গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক জ্যাষ্টিন গোমেজ, সাংগঠনিক সম্পাদক শোভন পল ক্রুশ, ধর্মীয় সম্পাদক শিপ্রা গমেজ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক গিলবার্ট গমেজ ও সদস্য মালা রিবেরু, ম্যানুয়েল ডি প্যারেস ও পলিন ফ্রান্সিস নির্বাচিত হয়েছেন।

কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট

২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

৬ মাস/ ১ বছর / ২ বছর মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

কারিতাস বাংলাদেশ এর অধীনে পরিচালিত কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের আওতায় চলমান রিজিয়নাল টেকনিক্যাল স্কুল (আরটিএস), বয়রা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, (বিটিটিআই) খুলনা, ভোকেশনাল টেনিং সেন্টার (ভিটিসি), নলুয়াকুড়ি টেকনিক্যাল স্কুল (এনটিএস) এবং কমিউনিটি বেইজড মোবাইল টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রজেক্ট (সিবি-এমটিটিপি) এর মাধ্যমে ৬ মাস/ ১ বছর / ২ বছর মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হবে। এই প্রশিক্ষণগুলো **আগামী জানুয়ারি ০১, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ হতে শুরু হবে।** এ প্রেক্ষিতে নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীদের জরুরীভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা: ক) বয়স: ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬ হতে ২৫ (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ বিধবা/ তালাকপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণী হতে এসএসসি পর্যন্ত (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন/ বিধবা/ তালাকপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), বয়রা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, খুলনা এর প্রশিক্ষণার্থীদের অষ্টম শ্রেণী থেকে এসএসসি পাশ, গ) বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত (নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), ঘ) পারিবারিক অবস্থা: অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব নারী, ঙ) পারিবারিক মাসিক আয় সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা, চ) অগ্রাধিকার: কারিতাস সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য, আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, প্রতিবন্ধী, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলেমেয়ে।

২। বাছাই পদ্ধতি: লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

৩। প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য

বিবরণ	আরটিএস/ বিটিটিআই/ ভিটিসি প্রজেক্ট	সিবি-এমটিটিপি/ এনটিএস প্রজেক্ট
যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক/ অটোমোবাইল (খ) ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স/ ইলেকট্রিক্যাল (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন (ঘ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশন (ঙ) মেশিনশপ প্যাকটিস (চ) কনজিউম্যার ইলেকট্রনিক্স (ছ) সুইং মেশিন অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স/ টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং/ টেইলারিং এন্ড গার্মেন্টস মেশিন অপারেশন।	(ক) অটো মেকানিক (খ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং
মেয়াদ কাল	৬ মাস/ ১ বছর / ২ বছর (সেমিস্টার পদ্ধতি)	৬ মাস/ ৩ মাস
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	(ক) প্রথম সেমিস্টার (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) (খ) দ্বিতীয় সেমিস্টার (তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ও অন জব ট্রেনিং)	তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক
আবাসন সম্পর্কিত	আবাসিক সুবিধা রয়েছে	আবাসিক সুবিধা নেই।
ভর্তি ফি	সর্বনিম্ন ২০০/- টাকা (অঞ্চল ভেদে কম বেশি হতে পারে)	২৫০/- টাকা
মাসিক টিউশন ফি	সর্বনিম্ন ১,০০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশী হতে পারে)।	১৭৫/- টাকা (অঞ্চল ভেদে কম বেশী হতে পারে)।

বিঃদ্রঃ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেডে ছেলে-মেয়ে এবং নারীদের জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলী: (ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত জমা দিতে হবে; (খ) ২ কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্রের কপি; (ঙ) আরটিএস/ বিটিটিআই/ভিটিসি এর নিয়মিত কোর্সে (৬ মাস ও ১/২ বছর) ভর্তির সময় অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক শারীরিকভাবে সক্ষম মর্মে মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে হবে (বিশেষ করে Hb%, R/M/E, RBS and X-Ray Chest P/A) মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে অপারগ হলে ভর্তি ফি'র সাথে অতিরিক্ত ৫০০/- / ৮০০/- (পাঁচশত/আটশত) টাকা স্কুলে জমা দিতে হবে; (চ) আরটিএস/বিটিটিআই/ ভিটিসি এর ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে ফ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে; (ছ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; (জ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়; (ঝ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

৫। এলাকাভিত্তিক যোগাযোগের ঠিকানা ও মোবাইল ফোন নম্বর

আরটিএস/ বিটিটিআই/ভিটিসি

অধ্যক্ষ **ফাদার সি. জে. ইয়াং টেকনিক্যাল স্কুল** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল মোবাইল ফোন: ০১৭৬১৭৩২০০০	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** বানিয়ারচর, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ মোবাইল ফোন: ০১৮৬৮৯১৬৯৮২
অধ্যক্ষ **ব্রাদার ফ্রেভিয়ান টেকনিক্যাল স্কুল** শাহমিরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম মোবাইল ফোন: ০১৭১৩৩৮৪১০৩	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** আকনপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ মোবাইল ফোন: ০১৭১৩৩৮৪১০৭
অধ্যক্ষ **ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল** কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, মোবাইল ফোন: ০১৬২১৯৪৯১৭২	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর মোবাইল ফোন: ০১৭৩৩৮৪১০৮
অধ্যক্ষ **শহীদ ফাদার লুকাশ টেকনিক্যাল স্কুল** দিনাজপুর মোবাইল ফোন: ০১৭১৩৩৮৪১০৫	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** ইছবপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার মোবাইল ফোন: ০১৯৮০০০৮৪৪৩
অধ্যক্ষ **বয়রা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট** রায়েরমহল, বয়রা, খুলনা মোবাইল ফোন: ০১৭১২৯৩১৬৪৩	ইনচার্জ **ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার** ওসমানপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর মোবাইল ফোন: ০১৭২৪৩৯২৬৬৪

সিবি-এমটিটিপি/এনটিএস

টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস বরিশাল অঞ্চল** সাগরদি, বরিশাল-৮২০০ মোবাইল ফোন: ০১৭১৯৯০৯৪৮৬	টেকনিক্যাল অফিসার/ এসিসট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার **কারিতাস খুলনা অঞ্চল** রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা-৯১০০ মোবাইল ফোন: ০১৭১৩২৫৭২৬০/০১৭১৮৪০৪৩৮২
টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল** ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ- ২২০০ মোবাইল ফোন: ০১৬২৫১১৩১৭৫	টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল** পো:অ: বক্স.-১৯ রাজশাহী - ৬০০০ মোবাইল ফোন: ০১৭২৩১৪৫৭০৬
টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল** পো: অ: বক্স. ৮, দিনাজপুর- ৫২০০, মোবাইল ফোন: ০১৭১২৫৬৭৩৪৪	এসিসট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার **কারিতাস সিলেট অঞ্চল** সুরমাগেট, খাদিমনগর সিলেট-৩০০৩ মোবাইল ফোন: ০১৮১৮১৩৮১৬৪

কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিস

প্রজেক্ট অফিসার, সিবি-এমটিটিপি মোবাইল ফোন: ০১৯৮০০০৮৫৮৬	**ইনচার্জ, সিটিএসপি** মোবাইল ফোন: ০১৭১৬৮৩১৪১২ (dipok_ekka@caritasbd.org)

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞ/১৮২/২৪

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা -১২১৫।

৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই,২০২৩ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ)

তারিখ : ২৯ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার
সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা
স্থান : ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ মাঠ প্রাঙ্গন, মঠবাড়ী, উলুখোলা,নাগরী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর

এতদ্বারা দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ঢাকা এর সম্মানিত সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২৯ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ-শুক্রবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকায়** ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল লিঃ মাঠ প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিটের ৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৮:০০ ঘটিকা হতে শুরু হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র অথবা ছবি যুক্ত পাশ বহিঃ এবং বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্যে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সাধারণ সভার কর্মসূচি:		**সময়**
০১।	(ক) উপস্থিতি গণনা	১৫ মিনিট
	(খ) আসন গ্রহণ	
	(গ) জাতীয়, সমবায় ও সমিতির পতাকা উত্তোলন (জাতীয় ও সমবায় সংগীত পরিবেশন)	
	(ঘ) পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ ও প্রার্থনা	
	(ঙ) কার্যবিবরণী রক্ষক নিয়োগ	
০২।	মৃত সদস্যদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও ১ মিনিট নিরবতা পালন	১০ মিনিট
০৩।	প্রেসিডেন্টের স্বাগত ভাষণ	১৫ মিনিট
০৪।	অতিথিদের বক্তব্য	৫০ মিনিট
০৫।	৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন	২০ মিনিট
০৬।	ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন	৩০ মিনিট
০৭।	বার্ষিক হিসাব বিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন	১০ মিনিট
০৮।	(ক) নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন	১০ মিনিট
	(খ) প্রস্তাবিত আয় বন্টন হিসাব উপস্থাপন ও লভ্যাংশ ঘোষণা	১০ মিনিট
০৯।	প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন	২০ মিনিট
১০।	ক্রেডিট কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন	১৫ মিনিট
১১।	সুপারভাইজারি কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন	১৫ মিনিট
১২।	নতুন প্রস্তাবনা উপস্থাপন ও অনুমোদন	১০ মিনিট
১৩।	উপ-আইন সংশোধনী উপস্থাপন ও অনুমোদন	১০ মিনিট
১৪।	বিবিধ	৩০ মিনিট
১৫।	ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা	১০ মিনিট

উল্লিখিত দিনে সকাল ৮:০০ ঘটিকা হতে ১০:০০ ঘটিকার মধ্যে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে সাধারণ সভা সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে সম্মানিত সকল সদস্যকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
প্রেসিডেন্ট
দি সিসিসিইউলিঃ ঢাকা।
তারিখঃ ০৫-১১-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারি
দি সিসিসিইউলিঃ ঢাকা।

বিশেষ দ্রষ্টাব্দ :

(ক) সদস্যদের যাতায়াতের জন্য গাড়ীর সুব্যবস্থা থাকবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় যেতে ইচ্ছুক সম্মানিত নিয়মিত সদস্যদের ১০ নভেম্বরের মধ্যে নিকটস্থ কার্যালয় বা সেবাকেন্দ্রে নাম, সদস্য নং ও মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করার অনুরোধ জানাচ্ছি। গাড়ী ছাড়ার স্থান ও সময় পরবর্তীতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

(খ) সমবায় সমিতি আইন-২০০১ (সংশোধনী ২০০২ এবং ২০১৩)-এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোনো সদস্য সমিতিতে শেয়ার ঋণ ও অন্যান্য যে কোনো প্রকার ক্ষোপি হলে তা পরিশোধ না পর্যন্ত উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

(গ) পরিচয়পত্র/ছবিসহ পাশ বই ব্যতীত কোনো সদস্যকে রেজিস্ট্রেশন/খাদ্য কুপন সরবরাহ করা হবে না।

(ঘ) সকাল ৮:০০ ঘটিকা থেকে ১০:০০ ঘটিকার মধ্যে যারা রেজিস্ট্রেশন করবেন তাদের নামই কেবল কোরাম পূর্তি লটারিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারিতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(ঙ) ২৫ নভেম্বর,২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রধান কার্যালয় থেকে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা যাবে।

অনুলিপি:

১। যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
২। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা, ঢাকা।
৩। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১৭৮/২৪

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো বুক্ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুক্ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

সুখবর ! সুখবর ! ! সুখবর ! ! !

নভেম্বর-এ পাওয়া যাচ্ছে – ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার, দৈনিক বাইবেল ডায়েরী - ২০২৫, (Bible Diary - 2025), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, ক্রুশ, মেডেল, বড়দিনের কার্ড, গোশালা ঘর। এছাড়াও রয়েছে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন মূল্যবান বই। অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ৪০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 40
Regd. No. DA-33
❖ 10 - 16 November, 2024, ২৫ - ৩০ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়
৩২, শাহ্ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা- ১১০০
ফোন: +৮৮ (০২) ৪৭১১৫৯৯৫
মোবাইল: +৮৮০১৭১১৫২৮২০৯

St. Joseph's School of Industrial Trades
32, Shah Sahib Lane, Narinda, Dhaka - 1100
Phone: +88 (02) 47115995
Mobile: +8801711528209

সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ২০২৫

৩২, শাহ্ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ে আগামী ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম অতিসত্ত্বর শুরু হতে যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও কাগজপত্র

১) অষ্টম শ্রেণী পাশ করার পর পরবর্তী শ্রেণীগুলোতে অধ্যয়নরত থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।
২) খ্রিস্টান ছাত্রদের ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সার্টিফিকেট (আবশ্যক), পাল-পুরোহিতের নিকট থেকে চিঠি (আবশ্যক), বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র।
৩) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।
৪) সম্প্রতি তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

পরীক্ষা পদ্ধতি

ভর্তি পরীক্ষা লিখিত এবং মৌখিক হবে। প্রথমে মৌখিক এবং পরে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দুই পর্বে।
যথা:
ক) প্রথম পর্বের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ বুধবার। পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে।
খ) দ্বিতীয় পর্বের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ৮ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার। পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে।
গ) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ: ১১ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার দুপুর ১২:০০ ঘটিকায়। ফলাফল ফেসবুক পেইজে দেওয়া হবে।
(Facebook page: St Joseph School of Industrial Trade)

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, (মেশিন, ইলেক্ট্রিক, ওয়েল্ডিং এবং কার্পেন্ট্রি) এই চারটি বিষয়ের উপর কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হয়। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে উপরোক্ত যে কোন একটি বিষয়ের উপর তিন বছরের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

বাৎসরিক ভর্তি ফি: প্রথম বছরের ভর্তি ফি: ৬,৪৫০/- (ছয় হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা।
পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য ভর্তি ফি: ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা।

মাসিক ফি:

খ্রিস্টান ছাত্রদের হোস্টেলে থাকা এবং খাওয়া বাবদ মাসিক ফি ৮০০/- (আট শত) টাকা। প্রশিক্ষণকালে প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক স্কুল বেতন - (ক) ১ম বর্ষের মাসিক ফি ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা; (খ) দ্বিতীয় বর্ষের মাসিক ফি - ২০০/ (দুইশত) টাকা; (গ) তৃতীয় বর্ষের মাসিক ফি ২৫০/– (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:
অফিস: +৮৮০১৭১১-৫২৮২০৯
ব্রাদার সামুয়েল: + ৮৮০১৬৭৬-৪১১০০৮
ব্রাদার জেরী রোজারিও: + ৮৮০১৬২৩-৮০০৭৫৩

ব্রাদার রকি গোছাল, সিএসসি
অধ্যক্ষ
+ ৮৮০১৬২৫-০৭৯৫০২

Machining, Electrical Appliances Repair, Motor T/F Rewinding, Carpentry (furniture), Motorcycle Repair, Plumbing Works, Building Maintenance (masonry) Sheet Metal Works (Cabinet, Windows & Grills), etc.

বিজ্ঞ/১৭৪/২৪

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org